Final Version

শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য

স্কুলভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অক্টোবর, ২০১০

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

কাজী সাহিদুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

রমা সাহা

মলয় চাকী

আতিকুজ্জামান

সহায়তায়

আশেকে এলাহী সুমন

এ.এস.এম.মাসুদুল হাসান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নিরাপদ এবং এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প,কেয়ার বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ বিশ্বের দরিদ্রতম এ দেশের মানুষের উপর দানবের মত আঘাত হানে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবে বিপদাপন্ন এদেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্রতিনিয়তই দুর্বিষহ দারিদ্রের পাশাপাশি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সহ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম দুর্যোগের কারণেও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম জনগোষ্ঠী বিনির্মাণ আজ সারা বিশ্বের প্রধানতম অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই এ মডিউলটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানামুখি মডিউল/ম্যনুয়াল থাকলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা নিয়ে পূর্নাঙ্গ মডিউল/ম্যানুয়াল এখন পর্যন্ত খুব বেশী নেই। এ কারণেই মডিউলটি রচানায় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ই সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, প্রতিটি অধিবেশনের বিন্যাসে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এরপরও ম্যনুয়ালটিতে নানা রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পরবর্তীতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যাবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যারা সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ করবেন, আশাকরি সহায়িকাটি তাদের কাজে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজী সাহিদুর রহমান
সমন্বয়কারী
নিরাপদ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০৫
সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	০৭
মডিউল ব্যবহার বিধি	০৮
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	০৯
প্রশিক্ষণ কারিকুলাম	১১
অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি	১৫
অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারণা	১৯
অধিবেশন ০৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	২৫
অধিবেশন ০৪: দুর্যোগ ও স্কুল	৩৩
অধিবেশন ০৫: দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক পরিচর্যা	৩৬
অধিবেশন ০৬: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি	৪৭
অধিবেশন ০৭: সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	৫৭
অধিবেশন ০৮: কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্বে ঝুঁকি ব্যবস্থপনা	৬৪
অধিবেশন ০৯: মহড়া/ সিমুলেশন/ড্রিল এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন ও পর্যালোচনা	৬৭
অধিবেশন ১০: স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন	৭১
অধিবেশন ১১: সমাপ্তি অধিবেশন	৮০

ভূমিকা

দুর্যোগ কখনো কারো কাম্য নয়। কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল, প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপ, অসচেতনতা, ভৌগোলিক, অবস্থান ইত্যাদি কারনে আমাদের দেশ দুর্যোগ অনিবার্য। দুর্যোগ সম্পর্কে আগে থেকেই জানা থাকলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। এটি লক্ষনীয় যে দুর্যোগে মানুষ তার নিজেকে ও সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না, ফলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্যোগের সময় অভিভাবকেরা শিশুদের খেয়াল ও যত্ন নিতে পারেন না। ফলে তারা নাজুক অবস্থায় থাকে। বড়রা সহজে কষ্ট যন্ত্রনা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু শিশুরা তা সহজে পারে না, তাদের বেশ সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দুর্যোগে অনেক শিশু মানসিক ক্ষতির স্বীকার হয় বা পরবর্তীতে তাকে পঙ্গুত্ব বরন করতে হয়। শিশুদের মারাত্নক ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষাক-শিক্ষিকারা দায়িত্ব নিতে পারে। দুর্যোগের আমাদের দেশে বেশির ভাগ আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে। তাই দুর্যোগের সময় শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই। নিরাপদ ও কেয়ার বাংলাদেশ আশা করছে শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে রচিত প্রশিক্ষন সহায়িকাটি কার্যকর অবদান রাখতে পারবে।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ হবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরণ, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শণ
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- জোড়া দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশ্লেষন
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- গল্পবলা

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, সহায়ক তথ্য, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্লাইড, ল্যাপটপ, ভিপকার্ড

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

প্রশিক্ষণের আগে

- অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাচ্ছন্দময় পরিবেশ, সম্ভব হলে ইউ (U) আকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও মেয়েদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নাম কার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, বোর্ড, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ডাস্টার, স্কচ টেপ, মাস্কিং টেপ, ক্লিপ, পিন, ফটো কপিয়ার, ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শন যোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিত স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরী করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের নেমকার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তরভুক্ত সকল তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, বিষয়টি স্মরণে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর আগে অন্তত ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল/ম্যানুয়াল বা সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।

- জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় লক্ষণসমূহ, দুর্যোগ, ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পূণঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা । যেমন– বন্যার সতর্ক বার্তা প্রচারের স্থানীয় কৌশল/অভিজ্ঞতাসমূহ কী, দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন কোন সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কোন কোন সংস্থাকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব ইত্যাদি। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশন তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলোআপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত (feedback) নেয়া।

মডিউল ব্যবহার বিধি-

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে।

স্কুলভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি

সময়কাল- ৩দিন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দিবস	সময়	বিষয়
প্রথম	১০.০০ - ১১.০০	অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০- ১২.৩০	অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারণা
	১২.৩০ - ১.০০	অধিবেশন ০৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ
	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০ - ৩.৩০	চলমান সেশন
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৫.০০	অধিবেশন ০৪: দুর্যোগ ও স্কুল
	৫.০০	প্রথম দিবসের সমাপ্তি
দ্বিতীয়	১০.০০ - ১০.৩০	প্রথম দিবসের শিখন পর্যালোচনা
	১০.৩০ - ১১.০০	অধিবেশন ০৫: দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক পরিচর্যা
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০ - ১২.০০	চলমান সেশন
	১২.০০ - ১.০০	অধিবেশন ০৬: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি
	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০ - ২.৩০	চলমান সেশন
	২.৩০ - ৩.৩০	অধিবেশন ০৭: সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৫.০০	চলমান অধিবেশন
	৫.০০	দিনের সমাপ্তি

তৃতীয়	১০.০০ - ১০.৩০	দিনের শিখন পর্যালোচনা
	১০.৩০ - ১১.০০	অধিবেশন ০৮: কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্বে ঝুঁকি ব্যবস্থপনা
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০ - ১২.০০	চলমান সেশন
	১২.০০ - ১.০০	অধিবেশন ০৯: মহড়া/ সিমুলেশন/ড্রিল এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন ও পর্যালোচনা
	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০ - ৩.৩০	অধিবেশন ১০: স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৪.৩০	চলমান সেশন
	৪.৩০ - ৫.০০	অধিবেশন ১১: সমাপ্তি অধিবেশন

স্কুলভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং এসএমসি

মেয়াদকাল ঃ ৩ দিন

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১. উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি	১.১ রেজিস্ট্রেশন ১.২ স্বাগত/উদ্বোধনী বক্তব্য ১.৩ পরিচিতি, প্রশিক্ষন প্রত্যাশা, প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য ১.৪ কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।	১ ঘন্টা	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০২. দুর্যোগের মৌলিক ধারণা	২.১ আপদ কি? ২.২ বিপদাপন্নতা কি? ২.৩ সক্ষমতা কি? ২.৪ ঝুঁকি কি? ২.৫ দুর্যোগ কি? ২.৭ দুর্যোগ ও বাংলাদেশ	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হবেন ।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ	৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ৩.২ জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৩.৩ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ ৩.৪ অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ জলবায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবে এবং এর সাথে অভিযোজন কৌশল সম্পৃক্ত করতে পারবে ও প্রশিক্ষর্থীদেরকে বুঝাতে সক্ষম হবেন ।	২ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৪. দুর্যোগ ও স্কুল	৪.১ শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব ৪.২ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাব	এই অধিবেশন শেষে এই সেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন দুর্যোগে স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এর	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয়	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
	৪.৩ দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব	প্রভাব, দুর্যোগে স্কুল চালু রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বুঝাতে সক্ষম হবে।		কাজ ও আলোচনা	পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।
০৫. দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক পরিচর্যা	৫.১ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব ৫.২ দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা ৫.৩ মনো-সামাজিক পরিচর্যা কি ৫.৪ মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা, মনো-সামাজিক পরিচর্যা কি এবং মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।
০৬. স্থানীয়/ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি	৬.১ বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা ৬.২ বন্যা ব্যবস্থাপনা ৬.৩ বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা, বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে।	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা, দলীয় কাজ ও মানচিত্র বর্ণনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ও মানচিত্র।

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৭. সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরন ব্যবস্থা	৭.১ বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা ৭.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	২.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় কাজ ও আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।
০৮. কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্বে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৮.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ ৮.২ শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৮.৩ শিক্ষা কার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ , শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা, সিমুলেশন।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।
০৯. মহড়া/ সিমুলেশন/ড্রিল এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন ও পর্যালোচনা	৯.১ সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য? ৯.২ সিমিউলেইশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ ৯.৩ সিমিউলেইশনের মূল উপাদান সমূহ ৯.৪ সিমিউলেইশন বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ ৯.৫ বন্যা সিমুলেশন নির্দেশিকা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য, সিমুলেশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ, সিমিউলেইশনের মূল উপাদান সমূহ এবং সিমুলেশন বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা ও সিমুলেশন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১০. স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০.১ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল ১০.২ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ১০.৩ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ১০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় ও দায়দ্বায়িত	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল, স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম, ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় ও দায়দ্বায়িত্ব জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	২ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।
১১. সমাপ্তি অধিবেশন	১১.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা ১১.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন	এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার, কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুডমিটার ছক।

অধিবেশন ০১ : উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি
১.৩ প্রত্যাশা যাচাই
১.৪ কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, জড়তা মুক্তকরণ, প্রত্যাশা যাচাই ও প্রকল্প পরিচিতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পদ্ধতি

বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

সময়

৬০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.১)** এর সহযোগিতা নেবেন ।	১০ মিনিট
১.২	• সহায়ক সৃজনশীল উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন করবেন । অংশগ্রহণকারীদের এক জনের সাথে অন্যজনকে পরিচয় করিয়ে দেবেন । এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.২)** এর সহযোগিতা নেবেন ।	২০ মিনিট
১.৩	• সহায়ক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ স্কুলভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি কি বিষয়ে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন । • অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি জোড়ার কাছ থেকে বিষয়গুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার অথবা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • লিখিত পোস্টার পেপারটি সকল অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিতে আসে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমনস্থানে টাঙ্গিয়ে দেবেন ।	১৫ মিনিট
১.৪	• এই পর্যায়ে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ১.৩ অনুযায়ী) অংশগ্রহণকারীদের কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	১৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১.১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- স্কুল শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে ।
- স্কুল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।
- একটি পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলো সারা বছরব্যাপী সক্রিয় থাকে ।

সহায়ক তথ্য ১.২

জড়তা মোচন ও পরিচয় পর্ব পরিচালনার গাইড লাইন

- অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী কিছু জোড়া শব্দ বেছে নিন যেমন- দিন রাত্রি, সাদা কালো, সাধু, নারী পুরুষ, পূর্ণিমা অমাবস্যা, নদ নদী, আসমান জমিন, স্বর্গ নরক, খাল বিল, উনিশ-বিশ, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি ।
- এবারে ছোট ছোট কাগজে পৃথক পৃথকভাবে শব্দগুলোকে লিখে ভাঁজ করে রাখুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা লেখাগুলো দেখতে না পায় ।
- এই পর্যায়ে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কাগজ সংগ্রহ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং কাগজটি খুলে দেখতে অনুরোধ করুন ।
- কাগজটি খুলে দেখার পর অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করুন এবং পৃথকভাবে তাদের পাওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ কোন অংশগ্রহণকারীর কাছে আছে তাকে খুঁজে বের করতে বলুন ।
- এইভাবে প্রতি জোড়া শব্দ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের জোড়া বাঁধতে অনুরোধ করুন ।
- সবশেষে প্রতিটি জোড়াকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে বলুন কিসের ভিত্তিতে দুজনে জোড়া বাঁধলো । পরবর্তীতে নিজেদের নাম ও পরিচয় অন্যান্য জোড়ার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন ।

সহায়ক তথ্য ১.৩

কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

কেয়ার বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল নীতি হচ্ছে- "সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ও পরিবেশ পরিবর্তন সহনশীল/সহিষ্ণু জীবিকাব্যবস্থা প্রবর্তন"। কেয়ার বাংলাদেশের কর্মকৌশল নীতি অনুসারে-

- কমিউনিটি এবং সংস্থাগুলোকে প্রস্তুত করা যাতে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনে ও সাড়া প্রদানের কাজ করতে পারে।
- জীবন, জীবিকা ও অধিকার সুরক্ষায় মানবিক সহযোগিতার গতি, গুণাগুণ ও প্রভাবের উৎকর্ষ সাধন করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্রের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্কটি নিম্নরূপ:

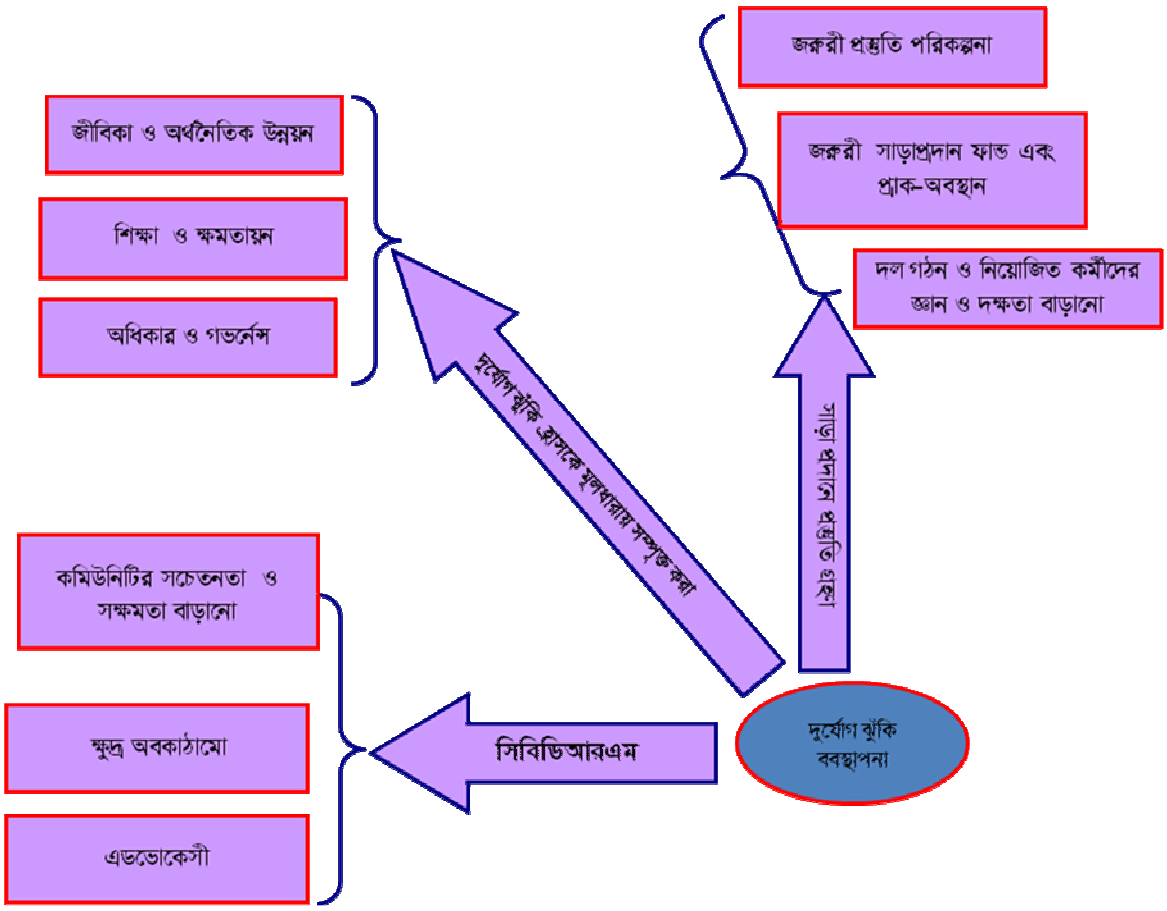

এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওড় অঞ্চলের চরম দারিদ্রতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ "বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের খাদ্যে প্রবেশাধিকার, ব্যবহার এবং বিপদাপন্নতা কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদেরকে স্থানীয় কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্তি,সক্ষমতা আনয়ন এবং সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের (বিশেষত: নারীদের) বাড়তি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করত: খাদ্যে তাদের প্রবেশাধিকার এবং বছরব্যাপী খাদ্য-নিরাপত্তা উন্নতি করা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার বিপদাপন্নতা হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুত এবং ধীর গতির দূর্যোগ প্রতিরোধে উন্নতি ঘটিয়েছে

ফলাফল: ৫৫,০০০ পরিবারের নারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের পুষ্টিহীনতা কমেছে এবং খাদ্যর সুষম ও যথাযথ ব্যবহার করছে

কমিউনিটি লেড এ্যাপ্রোচ

অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ

অংশীদারীত্বমূলক এ্যাপ্রোচ

এফএস ইউ পি-এইচ (FSUP-H) প্রকল্পের নীতিমালা সমূহ:

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত; কমিউনিটি লেড ক্ষমতায়ন পন্থা; নারী-পুরুষের সাম্যতা ও বৈচিত্রতা; অংশদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি; অধিকার ভিত্তিক পন্থা

অধিবেশন ০২ : দুর্যোগের মৌলিক ধারণা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

২.১ মৌলিক ধারণা

২.১.১ আপদ কি?

২.১.২ বিপদাপন্নতা কি?

২.১.৩ সক্ষমতা কি?

২.১.৪ ঝুঁকি কি?

২.১.৫ দুর্যোগ কি?

২.১.৬ ঝুঁকি হ্রাস কি?

২.২ দুর্যোগ ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও বলতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
২.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩/৪টি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন । • দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে একটি করে ছবি আঁকার জন্য অনুরোধ করবেন । ছবি আঁকা শেষ হলে ছবিগুলোর গ্যালারী শো এর ব্যবস্থা করবেন যাতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ছবিগুলো দেখতে পারে এবং ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে । • পরবর্তীতে প্রতিটি দলকে তাদের আঁকানো ছবির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে বলবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাতে বলবেন । পরিশেষে মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.১ অনুযায়ী)** ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৪০ মিনিট
২.৭	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.২ অনুযায়ী)** বাংলাদেশের মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল বর্ননা করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	২০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ২.১

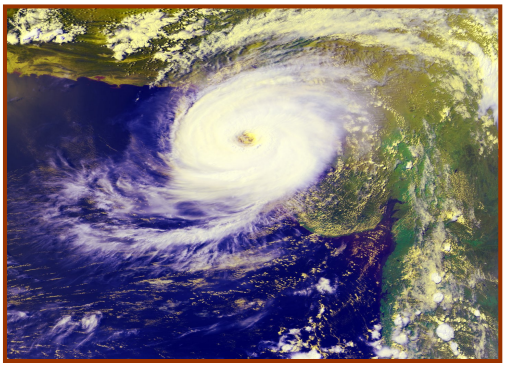

আপদ

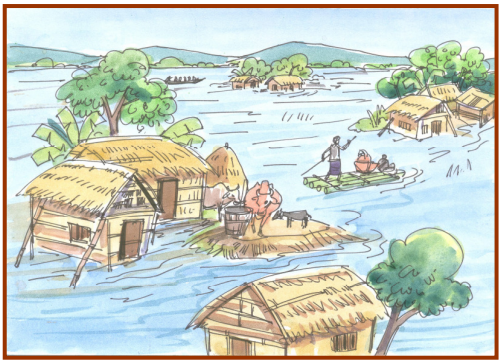

বিপদাপন্নতা

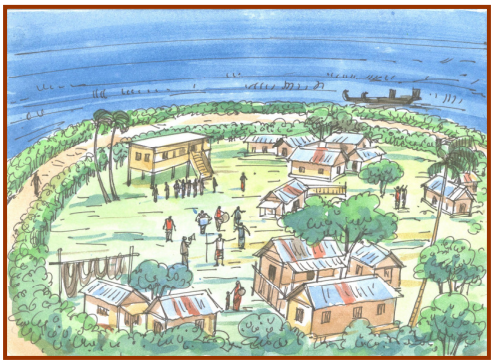

সক্ষমতা

ঝুঁকি

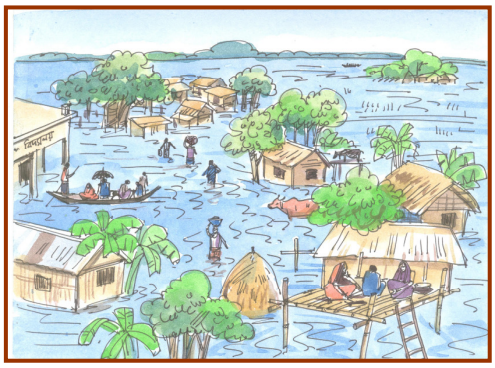

দুর্যোগ

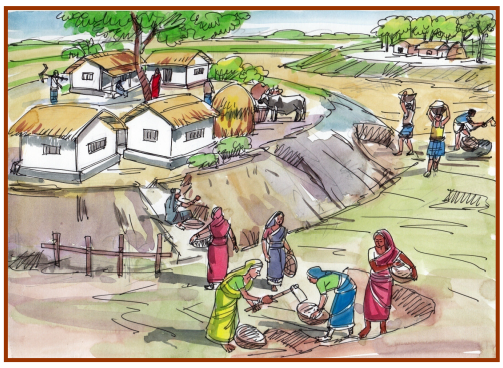

ঝুঁকি হ্রাস

২.১.১ আপদ (Hazard) কি?

'আপদ' সাধারণতঃ 'সম্ভাব্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থ্যাৎ, এমন একটা সম্ভাব্য অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরী ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আপদ কোন দুর্যোগ নয়; বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। অন্যকথায় সকল আপদই দুর্যোগ নয় কিন্তু সকল দুর্যোগই আপদ। উদাহরণ স্বরূপ বন্যা একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ বসতি, ফসল ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে।

২.১.২ বিপদাপন্নতা (Vulnerability) কি?

বিপদাপন্নতা বলতে কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা জনগোষ্ঠীর কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বিপদাপন্নতা বলতে কোন নির্দিষ্ট বিপদের মাত্রা ও তা মোকাবেলার ক্ষমতার অনুপাতকে বোঝায়।

২.১.৩ সক্ষমতা (Capacity) কি?

সক্ষমতা হচ্ছে সত্যিকার বা কাল্পনিক কোন দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার সার্বিক সামর্থ্য। সামর্থ্য নির্ভর করে অর্থনৈতিক, জ্ঞান ও দক্ষতা, সামাজিক সম্পর্ক, কারিগরি সক্ষমতা ও ভৌত সম্পদে প্রবেশাধিকারের উপর।

কোন দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর ঐ দুর্যোগ মোকাবেলা করার যোগ্যতা বা সামর্থ্যকেই সক্ষমতা বলে।

২.১.৪ ঝুঁকি (Risk) কি?

কোন আপদে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সম্পদ, আয় ও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই দুর্যোগের ঝুঁকি এক একজনের জন্য এক এক রকম অর্থাৎ, কম বেশি হতে পারে।

এককভাবে বিপদাপন্নতা(ক্ষতির আশংকা) ও আপদ খুব ভয়াবহ হয় না। তবে, এ দুয়ের যগুপৎ কারণে ঝুঁকির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়, আপদটি তখন পরিণত হয় দুর্যোগে। সুতরাং কোন দুর্যোগের ঝুঁকিকে নিম্নরূপ সমীকরণে প্রকাশ করা যায় ঃ

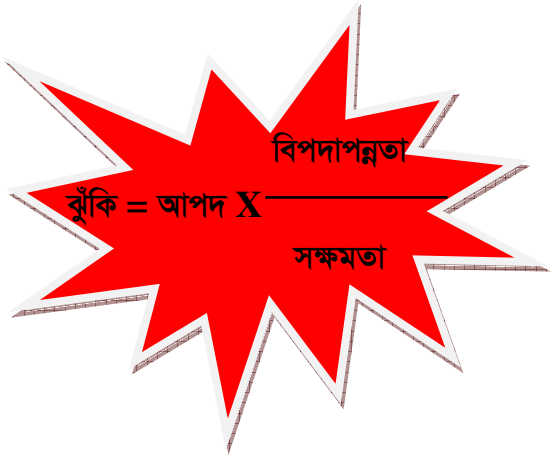

২.১.৫ ঝুঁকি হ্রাস কি?

একটি সমাজের বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কাঠামোগত ধারণা হলো-দুর্যোগের প্রতিকূল প্রভাব সীমিত (প্রশমন ও প্রস্তুতি) বা পরিহার (প্রতিরোধ) করা, যা বৃহদ্বার্থে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের অংশ।

ঝুঁকি হ্রাস এমন কোন বিষয় না যা নতুন করে পরিকল্পনা করতে হয় বা বাস্তবায়ন করতে হয় বরং প্রতি নিয়ত আমরা যে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করি সেগুলো করার সময় শুধু সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে কার্য সম্পাদন করা । একটা উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে পারি- ধরা যাক, এলাকায় একটি রাস্তা করা হবে যা উন্নয়নের ধাপ বলা যায়, এখন ঝুঁকি বিবেচনা বা মূলস্রোতীকরন হল রাস্তাটি করার সময় এলাকার দুর্যোগের ঝুঁকিকে মাথায় রেখে করা যেমন রাস্তাটি করার সময় সর্বোচ্চ বন্যার লেভেল বিবেচনা করা অথবা রাস্তাটি কি নতুন জলাবদ্ধতার জন্য প্রভাব ফেলবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ,এতে রাস্তাটি জন্য ব্যয়ের উপর তেমন একটা বেশী প্রভাব পড়বে না কিন্তু এর থেকে যা সুবিধা পাওয়া যায় তা অনেক বেশি, শুধু এই বিষয়টি বিবেচনা রাখার ফলে বন্যার সময়েও মানুষের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখে।

এভাবে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় ঝুঁকি হ্রাস করণ বিষয়ে। যেমন-

- ঘর তৈরীর সময় সম্ভাব্য আপদ ও ঝুঁকি মাথায় রেখে ঘর নিমার্ণ করা
- মূল ঘর হতে পায়খানা ও নলকপূ দূরে না করে কাছাকাছি করা যাতে করে দুর্যোগের সময় এরূপ জরুরী প্রয়োজনগুলি দুরহঃ না হয়ে পড়ে
- শহর এলাকায় বিল্ডিং করার সময় ভূমিকম্পের ঝুঁকি মাথায় রেখে ভূমিকম্পসহনশীল ঘর তৈরী করা
- স্কুল বা অন্য কোন অবকাঠামো এমনভাবে তৈরী করা যাতে দুর্যোগ মুর্হূতে মানুষ সেটাকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে
- জরুরী সেবা প্রদান যেমন- হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস পানি সরবারহ ব্যবস্থা এমনভাবে করা যাতে জনগনের জরুরী সেবা পাবার পথ বন্ধ করে না দেয় ।

২.১.৬ দুর্যোগ (Disaster) কি?

দুর্যোগ এমন এক প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা হঠাৎ কিংবা ধীরে ধীরে ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগতের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এবং মানুষকে এমন অসহায় করে তোলে যা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

সহায়ক তথ্য - ২.২

দুর্যোগ ও বাংলাদেশ

পলি সমৃদ্ধি বাংলাদেশ প্রধানত ৪ টি ভূমিরূপ অঞ্চলে বিভক্তঃ ১. উত্তর-পূর্বঞ্চলে পাহাড়ি ভূমিরূপ ২.কুমিল্লার লালমাই অঞ্চল, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও গফরগাওঁ এর মধুপুর গড় এবং বগুড়া, জয়পুরহাটের বরেন্দ্র অঞ্চল খ্যাত বন্যামুক্ত উচ্চভূমি ৩. উপকূলীয় সমভূমি এবং ৪. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বিধৌত বন্যা প্রবণ সমতলভূমি। এতে রয়েছে ৩টি সুবিশাল ও নানারূপী নদী ব্যবস্থা– গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (স্থানীয়ভাবে যার নাম ব্রহ্মপুত্র ভাটিতে যমুনা), এবং মেঘনা। দেশটির আয়তন ১,৪৫,০০০ কিলোমিটার, যার প্রায় ৯,৭০০ কি: মি: (৭%) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত নদী ও এর শাখা প্রশাখাসমূহ। এটি বিশ্বের অন্যতম জনবহুল অঞ্চল যার জনসংখ্যা ২০০০ সালের গননানুসারে ১৩০ মিলিয়ন (প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ১০০০ জন)।

- দেশের মোট আয়তনের ৮০% নদী অববাহিকার অন্তর্ভূক্ত ।
- প্রায় ১৭.৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার নদী অববাহিকার বৃষ্টির পানি ও বরফ গলা পানি এই ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
- বেশকিছু অংশ নদীখাতের গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত।

- বিশ্বের অন্যতম প্রধান ২টি বৃহৎ নদী এবং ১টি অন্যতম প্রশস্ত নদী এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এই ভূখন্ডের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
- দেশের একচতুর্থাংশ ভূ -ভাগ সাধারণ বন্যাপ্রবণ এলাকা।
- সকল বৃহৎ নদীর উৎপত্তিস্থল ও নদীঅববাহিকা (৯৩%) দেশের বাইরে অন্যাদেশে অবস্থিত।
- দেশের নদীগুলো প্রতিবছর ১৭ কোটি টন পলি এই ভূখন্ডে অথবা বঙ্গোপসাগরে সঞ্চয় করে ।
- দেশের সবকটি প্রধান ও মাঝারী নদী দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করছে।
- দেশের দক্ষিণে রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর এবং এর সরু বা ফানেল আকৃতির উত্তর ভাগই এদেশের উপকূলীয় অঞ্চল।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এমনই যে, প্রাকৃতিক দুযোর্গ এই দেশে নিত্য সঙ্গী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

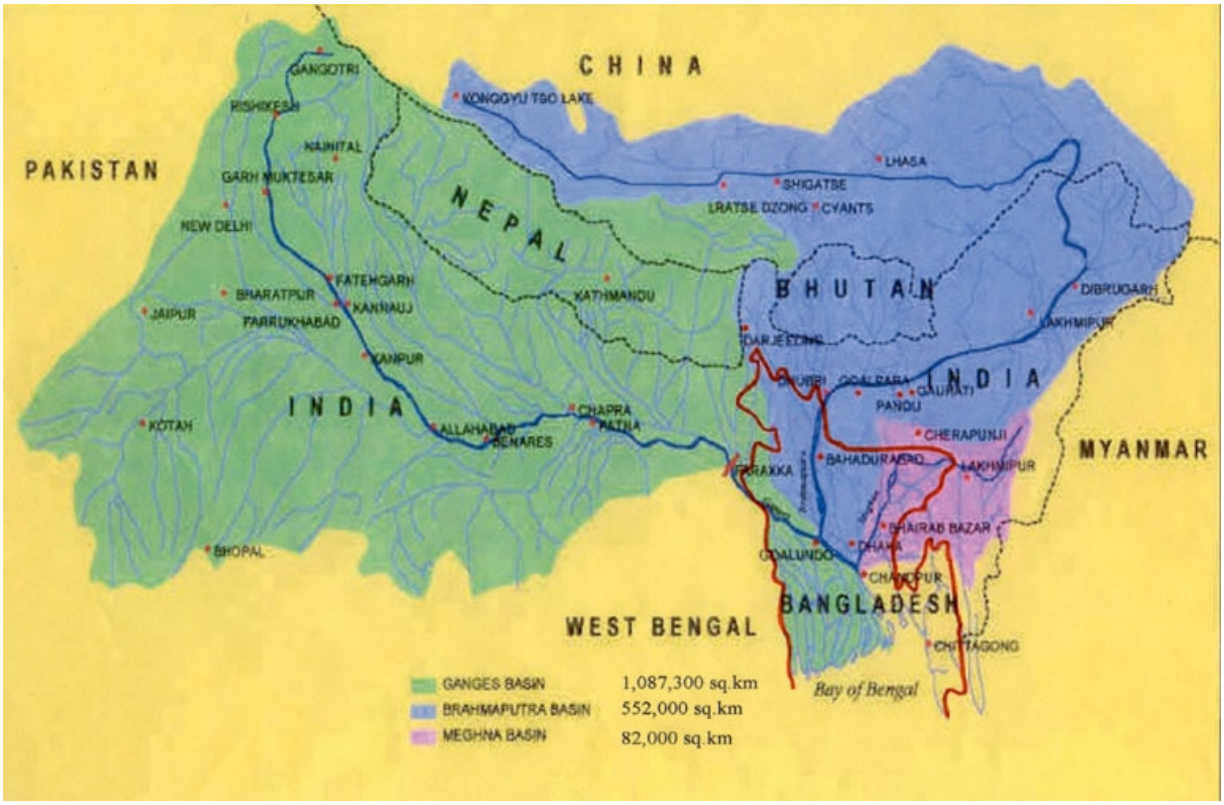

ফ্ল্যাশকার্ড- ২.২

অধিবেশন ০৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৩.৩ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ

৩.৪ অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ জলবায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনণা পাবে এবং এর সাথে অভিযোজন কৌশল সম্পৃক্ত করতে পারবে ও বুঝাতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১ ও ৩.২	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক ভিআইপিপি কার্ডের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা দেবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগের সময়, পরিমান বা ব্যাপকতা কি আগের (২০-২৫ বৎসর পূর্বের মত) মতো আছে নাকি কোন পরিবর্তন হয়েছে তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • ২/৩ জনের উত্তর শুনুন এবং এগুলো লিপিবদ্ধ করুন বোর্ডে বা পোষ্টার পেপারে তারপর সহায়ক তথ্য মিলিয়ে বলুন যে এগুলো হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য এবং এর জন্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃষ্টিপাত কমে গেছে এবং প্রাকৃতিক আপদসমূহের ব্যাপকতা ও ভায়াবহতা বেড়ে গেছে তা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ৩.১ ও ৩.২ অনুযায়ী) জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বর্ণনা করবেন ।	৩৫মিনিট
৩.৩	• সহায়ক ভিআইপিপি কার্ডে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩/৪টি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন । • দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ন খাতসমূহে প্রভাব পোষ্টার পেপারে লিখতে বলবেন । • পরবর্তীতে প্রতিটি দলকে তাদের চিহ্নিত বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত	১৫

	খাতসমূহ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাতে বলবেন। পরিশেষে মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যর মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন। • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৩.৩ অনুযায়ী)** বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	
৩.৪	• সহায়ক অভিযোজন কৌশল কি ব্যাখ্যা করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সেশন ৩.৩ এ চিহ্নিত অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৩.৪ অনুযায়ী)** অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৩.১

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকা বা অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থান। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিশ্ব উষ্ণয়ন নামে অবিহিত। উষ্ণতা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ, প্রতিবেশ এবং জনগণ এর প্রভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন পাল্টে দিচ্ছে আবহাওয়ার ধরণ এবং ঋতু বৈচিত্র। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ইত্যাদি বেশি ঘটছে ও ঘটার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলে ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। এসব দুর্যোগ হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং কোটি কেটি টাকার সম্পদ হানি করছে যার প্রভাব পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকার উপর। গত শতাব্দীতে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমান ২৩%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমান ১৯% এবং মিথেনের পরিমান ১০০% বেড়েছে (আইপিসিসি চতুর্থ প্রতিবেদন, ২০০৭)।

বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাস সূর্যরশ্মির তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। এধরনের গ্যাসসমূহকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে। গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর প্রভাবেই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তা না হলে এই তাপমাত্রা কমে দাড়াত হিমাঙ্কের নিচে ১৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তারও কম পৃথিবী পরিণত হত হিমশীতল প্রাণহীন গ্রহে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রজেন অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমান মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবী দ্রুত উত্তপ্ত হচ্ছে।

ফ্ল্যাশকার্ড- ৩.১

বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহ সূর্যের তাপ ধরে রেখে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে। পানি চক্র ও কার্বণ চক্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বাষ্পীয়ভবন, মেঘ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি চক্র সম্পন্ন হয়। পরিবেশের সাথে প্রাণীজগৎ অক্সিজেন ও কার্বণ বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু মানুষ তার কার্যকলাপের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ফলে বায়ুমন্ডলের যে উপাদানগুলোর তাপধারন ক্ষমতা বেশী (যেমন-কার্বণ), সেগুলোর পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্দি পাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

ফ্ল্যাশকার্ড থেকে দেখা যাচ্ছে সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশের সময় কিছু আলোকরশ্মি গ্রীণ হাউজ গ্যাসের বাঁধার কারণে মহাশূন্যে ফিরে যায় আবার পৃথিবী তার কিছু তাপ মহাশূন্যে পরিত্যাগ করে। তাপ মহাশূন্যে ফিরে যাওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুমন্ডলের উপাদান গ্রীন হাউজ গ্যাস কছু তাপ জলীয় বাষ্পের আকারে ধারন করে এবং পরবর্তীতে তা থেকে সীমিত পরিমাণ তাপ মহাশূন্যে পরিত্যাগ করে। প্রাকৃতিক ভাবে পৃথিবীতে তাপ প্রবেশ এবং ফিরে যাওয়ার এ-প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে; আর এই ভারসাম্য না থাকলে পৃথিবী এতোটাই শীতল হয়ে যেতো যে মানুষ বসবাস করতে পারতো না।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আমরাই দায়ী। কারণ মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপ বায়ুমন্ডলের গ্রীন হাউজ গ্যাস গুলো ধারন করে রাখে, যা মহাশূন্যে পরিত্যাগ করতে পারে না।

সহায়ক তথ্য - ৩.২

জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবনব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বদ্বীপ হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ অঞ্চল বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। সাধারন ধারণা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ অতিরিক্ত প্রাকৃতিক আপদসমূহ যেমন: অধিকতর বন্যা, অসময়ে বন্যা, অনিয়মিত বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, তাপদাহ, শৈত্য প্রবাহ, নদীনালা ভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, অধিকতর সংখ্যায় ও তীব্রতায়, ঘূর্ণিঝড়, অধিকতর ঘন ঘন মাত্রায় জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

ক) তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার পরিবর্তন

গ্লোবাল সার্কুলেশন মডেল অনুয়ায়ী বাংলাদেশে ২০৩০ সাল নাগাদ গড় তাপমাত্রা ১.৩° সে. ও ২০৭০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ২.৬° সে. বৃদ্ধি পাবে।

নাপায় উল্লেখিত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুগত পরিবর্তন আশংখা

সন	তাপমাত্রার পরিবর্তন (° সে) গড় (পরিমিত ব্যবধান)			ঊারিপাতের পরিবর্তন (%) গড় (পরিমিত ব্যবধান)			সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (সেমি)
	বার্ষিক	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে	বার্ষিক	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে	
২০৩০	১.০	১.১	০.৮	৫	-২	৬	১৪
২০৫০	১.৪	১.৬	১.১	৬	-৫	৮	৩২
২১০০	২.৪	২.৭	১.৯	১০	-১০	১২	৮৮

বর্ষাকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় শীতকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার বেশি হবে। শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যাবে, অথচ গ্রীষ্মকালীন গরমের মাত্রা ক্রমশ: বেড়ে যাবে। এতে ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ছয়টি ঋুর বদলে কেবল চারটি ঋতু আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

খ) বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন

২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বাড়বে যথাক্রমে ৫ ও ৬ শতাংশ হারে, যা ২১০০ সাল নাগাদ আরো বেড়ে দাড়াবে বর্তমানের তুলনায় ১০ শতাংশ। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, শীতকালীন বৃষ্টিপাত বর্তমানের তুলনায় যথাক্রমে ২, ৫ ও ১০ শতাংশ হারে কমে যাবে। এছাড়া আশংখা করা হচ্ছে যে, দেশের কোথাও বা ভারি বৃষ্টিপাতময় দিনের সংখ্যা বেড়ে যাবে, অন্য কোথাও ভরা বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা দেবে। আশংখা করা হচ্ছে যে, বর্ষা মৌসুমের শেষাংশে নিম্নচাপ-তাড়িত বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাবে।

গ) আপদের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন

বন্যা: বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত বাড়লে নদীতে পানি প্রবাহ বাড়বে এবং সেই সাথে বাড়বে মাঝারি থেকে বড় বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা । আশংখা করা হচ্ছে যে, যেকোনো দুটি বড় বন্যার মধ্যবর্তী সময়কাল ক্রমশঃ কমতে থাকবে । যেমন- ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭-এর বন্যা ।

খরা: শীতকালীন বৃষ্টি কমে যাওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত বাষ্পীয়ভবন বেড়ে যাওয়ায় খরার প্রবণতা বাড়বে । জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরার কারণে শুকনো (রবি) মৌসুমের কৃষি কাজে তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ।

লবণাক্ততা: নদীর পানি প্রবাহ কমে গিয়ে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়বে । উপকূলীয় এলাকার নদীগুলোয় লবণাক্ততা বাড়ার কারণে উপকূলীয় কৃষি, বিশেষতঃ শুকনো মৌসুমের কৃষি, ব্যাপকভাবে ব্যাহত হবে ।

ঝড় ও জলোচ্ছাস: উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণি বায়ুর কারণে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাস বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকার জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

নদী ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা: হাজার হাজার বছর ধরে নদীর ভাঙ্গা গড়া প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখছে । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং নদী ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে।

সহায়ক তথ্য - ৩.৩

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে- কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পানি সম্পদ, জীবিকা, অবকাঠামো, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি ।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারনে শতকরা ৬০ ভাগ ফলন হ্রাস পাবে । যা হবে মূলতঃ শস্যের জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে । এমনটাও আশংখা করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ।

স্বাস্থ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যখাতের জন্য নতুন হুমকি হয়ে উঠতে পারে । এছাড়া, দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্যহানির আশংখা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানিবাহিত ও অন্যান্য রোগ যেমন – ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বর্তমানের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে । চৈত্র-বৈশাখ ও ভাদ্র মাসের গরমে শিশু এবং বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যহানির আশংকাও রয়েছে ।

পানি সম্পদঃ তীব্র বন্যা এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সড়ক যোগাযোগ ও স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে । অন্যদিকে সমুদ্রের পানির উজানমুখি ধাক্কা আরো বেশি সক্রিয় থাকার কারণে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া উপকূলীয় ভেড়ি বাঁধগুলো দ্রুত ক্ষয়ে যাবে, এমনকি কোনোটির অংশবিশেষ হঠাৎ ভেসে গিয়ে বাঁধের ভিতরের মানুষ ও স্থাপনার জন্য দুর্যোগ বয়ে আনবে ।

জীবিকাঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যায় বাংলাদেশের কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যেহেতু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বেড়ে যাবে, কৃষি পর্যদুস্ত হলে তা দারিদ্র্যের বিস্তৃতি ঘটতে পারে । জলবায়ু পরিবর্তনের সার্বিক প্রভাব পড়বে কৃষি পণ্য উৎপাদনে, কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকায় । কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থানের বদলে জলবায়ু-তাড়িত বেকারত্বও দেখা দিতে পারে ।

অবকাঠামোঃ বাংলাদেশে প্রতিদিন বহু মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশ উদ্বাস্তু হচ্ছে । নদী ভাঙ্গন, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি কারনে মানুষ ঘরবাড়ী, জমি হারিয়ে পরবর্তীতে শহরাঞ্চলের বস্তিতে জীবন যাপন করে । ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯৩ টি বড় ধরনের দুর্যোগ হয় যা কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ৫৯০ কোটি ডলারের ক্ষতি সাধন করে ।

জীববৈচিত্র্যঃ জীববৈচিত্র্য বলতে পৃথিবীতে বসবাসকারী বৈচিত্রময় জীবকুলকে বুঝায় । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে গেলে মানুষ ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরুপ প্রভাব পড়বে । এর ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে মাছের প্রজননের ব্যাঘাত ঘটছে । অত্যাধিক কুয়াশার কারনে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে ।

সহায়ক তথ্য - ৩.৪

অভিযোজন কৌশল (Adaptation Machanism) সম্পর্কে ধারণা

অভিযোজন কৌশল কি এবং গুরুত্ব?

অভিযোজন কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ফলাফলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া যায় এবং স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় ।

অভিযোজন কৌশল জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসকরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।আমাদের স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনগুলিকে মূল্য দেওয়া উচিৎ এবং তাদের মুল্যমান বাড়ানোর জন্য যথাসম্ভব উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও নিজেদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবেলায় সকলের সর্বস্তরে খাপ খাওয়ানো / অভিযোজনে করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে । উন্নয়ন খাত সমূহে অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশলের একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো-

খাতসমূহ	**অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল**
পানি	বৃষ্টির পানি ধারণ: পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা; ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার; লবণাক্ততা দূরীকরণ; পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জন
কৃষি	চারা রোপনের সময় নির্ধারণ; শস্য বৈচিত্র্য; ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন-বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
অবকাঠামো	পুনর্বাসন: ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বসতি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীল বাঁধ নির্মাণ: প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিসেবা: জরুরি স্বাস্থ্যসেবা;জলবায়ুজণিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ: বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
যোগাযোগ	পূনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন: রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করা
শক্তি	বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ: জ্বালানীর সু-ব্যবহার; পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসের ব্যবহার একটিমাত্র শক্তির উৎস থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে

অধিবেশন ০৪ : দুর্যোগ ও স্কুল

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৪.১ শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব

৪.২ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাব

৪.৩ দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন দুর্যোগে স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এর প্রভাব, দুর্যোগে স্কুল চালু রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৪.১-৪.২	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন • সহায়ক শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব ও ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দিবেন । আলোচনা শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩টি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন • দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দলকে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাবের তালিকা তৈরী করতে বলবেন । • প্রত্যেক দলের একজন দলীয়ভাবে তৈরিকৃত তালিকা বা আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাতে অনুরোধ করবেন । সহায়ক মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.১-৪.২অনুযায়ী)** শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৬০ মিনিট
৪.৩	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানবেন এবং বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন । পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্যগুলো নিয়ে বড় দলে আলোচনা করবেন এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.৩ অনুযায়ী)** দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	

সহায়ক তথ্য - ৪.১

শিক্ষাকার্যক্রমে দুর্যোগের প্রভাব

- স্কুলের অবকাঠামোকে দুর্বল করে
- শিক্ষাদান ও শিখন উপকরণ হারানো
- শিশুদের পরিবর্তিত আচরনের সাথে শিক্ষকদের খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা
- শিশু ও শিক্ষকদের উপর মনোস্তাত্ত্বিক প্রভাব
- স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সঠিক স্বাস্থ্যভ্যাস মেনে চলার মত বিষয়গুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়া
- শিশু ও তাদের স্কুলকে সহায়তা করতে জনগোষ্ঠির সামর্থ্য দুর্বল হওয়া
- পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি হওয়া
- স্কুল কর্তৃপক্ষের সামর্থ্য কমে যাওয়া
- স্কুল শুরু করার জন্য শিক্ষক অপ্রর্যাপ্ততা
- স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- স্কুল বন্ধ রাখার জন্য সরকারী নির্দেশ
- শিশুদের শিক্ষার ওপর দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষের অসচেতনতা

সহায়ক তথ্য - ৪.২

ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দুর্যোগের প্রভাব

দুর্যোগে শিশুরা শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সামজিক সমস্যার মুখোমুখি হয় । এসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা শিশুদের ঝুঁকি গুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি ।

১) শারীরিক ঝুঁকি
২) মানসিক ঝুঁকি
৩) সামাজিক ঝুঁকি

১. শারীরিক ঝুঁকিঃ দুর্যোগে শিশুরা শারীরিক ভাবে যে সকল ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো হলঃ

- প্রাণহানী
- বিকলাঙ্গ হওয়া
- অপুষ্টির শিকার হওয়া
- ডাইরিয়া, আমাশয়, চুলকানি সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া

২. মানসিক ঝুঁকিঃ দুর্যোগে শিশু কিশোররা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । সব বয়সী শিশুরা যে দুর্যোগে সমান ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা কিন্তু নয় । বয়সভেদে শিশুদের দুর্যোগের প্রভাবও ভিন্ন হয়

অনূর্ধ্ব- ৫ বয়সী শিশুদের উপর দুর্যোগের প্রভাব

- মাঝে মাঝে কান্না বা কারণ ছাড়াই কান্নাকাটি করতে পারে ।
- সবসময় বাবা মায়ের কোলেই থাকতে চায় । ক্ষনিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হলে কান্নাকাটি করতে পারে ।
- স্বাভাবিক খাবারের ও ঘুমের সময় পাল্টে যেতে পারে এবং খাবার গ্রহণে অনীহা দেখা দিতে পারে ।

৬-১৫ বছর বয়সী শিশুদের উপর দুর্যোগের প্রভাব

- চুপচাপ থাকার প্রবণতা দেখা দিতে পারে ।
- দুর্যোগ চলাকালে যে ধরনের আতঙ্কের সম্মুখীন হয়েছিল সাধারণ সময়ে অনুরূপ ধরনের ঘটনায় সে ভীত হয়ে কান্নাকাটি করতে পারে ।
- বিছানায় মূত্রপাত,আঙুলচোষার অভ্যাস যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে তা বেড়ে যেতে পারে ।
- স্কুলে যেতে ও খেলাধুলায় অনীহা দেখা দিতে পারে
- মাথাব্যাথা, মাথাঘোরার ন্যায় কিছু সাধারণ অসুস্থতার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । এবং খাবার গ্রহণে অনীহা দেখা দিতে পারে ।
- দুর্যোগ উত্তর পরিস্থিতিতে কিশোর কিশোরীরা যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে ।

৩. সামাজিক ঝুঁকি: দুর্যোগের ফলে শিশু কিশোররা যে ধরনের সামাজিক ক্ষতির মুখে পড়ে সেগুলো হল:

- পরিবারের স্বাভবিক জীবিকার সংস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
- পিতা মাতা হারিয়ে অভিভাবক হীন অবস্থায় পতিত হয় এবং গৃহহীন হয় ।
- শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয় ।
- শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায় ।
- বাল্য বিবাহের শিকার হয় ।
- যৌন হয়রানির শিকার হয় ।
- পাচার এবং বলপ্রয়োগের শিকার হয় ।

সহায়ক তথ্য - ৪.২

দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব

নিম্নোক্ত তিনটি কারণে দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখা প্রয়োজন-

১. শিশুদের শিক্ষা অধিকার রক্ষায় ।
২. শিশুদের নিরাপত্তার জন্য ।
৩. সমাজের মানুষের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব বিবেচনা করে ।

দুর্যোগে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার গুরুত্ব

- শিক্ষাকার্যক্রম জীবন-রক্ষা ও শিশুদের বাঁচার জন্য একটি মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করতে পারে ।
- শিক্ষাকার্যক্রম দুর্যোগের পরে শিশুদের সুরক্ষা দিতে পারে এবং পাচার ও শোষণ কমিয়ে আনতে পারে ।
- শিক্ষাকার্যক্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে শিশুদের অভিভাবকরা নিজেদের জীবিকায় নিশ্চিন্তে সময় দিতে পারে কারণ স্কুলে শিশুরা নিরাপত্তার ও যত্নের মধ্যে থাকে ।
- শিশুদের শিক্ষণ ও তাদের সাথে কাজের মাধ্যমে শিক্ষকগণও দুর্যোগের কষ্ট লাঘব করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ।
- দুর্যোগের কারণে স্কুল সাময়িকভাবে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার বিকল্প স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।
- দুর্যোগের কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে না পারলে শিক্ষক ও সেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ভ্রাম্যমান শিক্ষা দল গঠন করে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে ।

অধিবেশন ০৫ : দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক পরিচর্যা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৫.১ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব

৫.২ দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা

৫.৩ মনো-সামাজিক পরিচর্যা কি

৫.৪ মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা, মনো-সামাজিক পরিচর্যা কি এবং মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৫.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক দুর্যোগকালীন শারীরিক ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরে প্রশ্ন করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং বড়দলে আলোচনা করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.১ অনুযায়ী)** স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৫.২	• সহায়ক শুরুতে প্রাথমিক চিকিৎসা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন । সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন প্রাথমিক চিকিৎসার স্থানীয় কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.২ অনুযায়ী)** দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৩০ মিনিট
৫.৩-৫.৪	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগের মানসিক প্রভাব পরিচর্যা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক পোষ্টার পেপারে লিখে মনো-সামাজিক পরিচর্যাকারীর করণীয় ব্যাখ্যা করবেন (**সহায়ক তথ্য ৫.৩** এর পরিচর্যাকারীকে যা করতে হবে) । • সহায়ক ভিআইপিপি কার্ডে পরিচর্যাকারীকে যে সকল বিষয় অনুসরণ করতে হবে তা লিখে (**সহায়ক তথ্য ৫.৪**) ব্যাখ্যা করবেন ।	২০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৫.১

স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেমন খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন তেমনি শরীর মনকে সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল রাখার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন। আমরা প্রতিনিয়তই কোন না কোনভাবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা করে থাকি, যেমন প্রতিদিন ভোরবেলায় দাঁত মাজন থেকে আরম্ভ করে চুল আঁচরানো, হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি। উল্লেখিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক আহত, জখম, রক্তক্ষরণ, স্মৃতিশক্তি হারানো, শক, পঙ্গু ইত্যাদি হয়ে যাওয়া মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন যাতে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এক কথায় অসুস্থ মানুষের সার্বিক সেবা হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যাই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা।

সহায়ক তথ্য - ৫.২

দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা

মানুষের হঠাৎ কোন অসুস্থতায় তাকে সুস্থ রাখার জন্য ডক্তার বা ডাক্তারী চিকিৎসা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত জরুরী চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় সে গুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। যেমন: গাছ থেকে পড়ে হাড় ভাঙ্গা, পানিতে ডোবা, বিষ খাওয়া, অনেক্ষন রোদে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব সমূহ-

১. মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমায়
২. মানসিক অস্বস্তি কমায়
৩. রোগীর মানসিক সাহস বাড়ায়
৪. কেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে রক্ত পড়া কমায়
৫. হৃতপিন্ডের চাপ বেশী হয়ে গেলে, গতি নিয়ন্ত্রনে আনে
৬. অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে তার শারীরিক অবস্থার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া
৭. হাড় ভাঙ্গা রোগীর ক্ষেত্রে ভাঙ্গা স্থানের নড়াচড়া বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অগ্রাধিকার (Priority):

Danger check: কতটা মারাত্মক তা পরীক্ষা করা

⇩

Responsiveness: কতটা অনুভূতিতে সাড়া দেয় তা পরীক্ষা করা

⇩

Airway open: শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা পরীক্ষা করা এবং পর্যাপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাবস্থা করা

⇩

Breathing support if not happening normally: শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা পরীক্ষা করে যদি স্বাভাবিক না পাওয়া যায় তবে দ্রুত অন্ততঃ ২ বার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা

⇩

Compression of chest for breathing: শ্বাস প্রশ্বাসের বন্ধ হলে বুকের উপর চাপ দিয়ে তার ব্যবস্থা করা (সেকেন্ডে ২টি করে ৩০ টি চাপ দিয়ে, ২ বার বিকল্প ও কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা করা)

⇩

AED (Automated External Defibrillator) support as soon as possible: শ্বাস প্রশ্বাসের বন্ধ হলে দ্রুত এইডি সংযুক্ত করা এবং তা চালু করা

⇩

(CPR: Cardiopulmonary Resuscitation) হৃতপিন্ড ও ফুসফুসের ক্ষতি হলে ডাক্তারের কাছে নেবার পূর্ব পর্যন্ত তা স্থিত অবস্থায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা

পানিতে ডোবা (Drowning)

কোন কারণে পানিতে ডুবে গেলে যদি ফুসফুসের মধ্যে পানি ঢুকে ফুসফুস ভরে যায় বা অন্য কোন ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেন এর অভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে ।

কতক্ষনে মৃত্যু হতে পারেঃ

১. তাৎক্ষনিক মৃত্যুঃ যদি কার্ডিয়াক এ্যারেষ্ট হয়

২. দ্রুত মৃত্যুঃ যদি পুরোপুরি ডুবে মারা যায় তাহলে সাধু পানিতে ৪ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে এবং লোনা পানিতে ৮ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে ।

৩. দেরীতে মৃত্যুঃ ডুবে যাবার থেকে উদ্ধারের পর ইনফেকসন হয়ে মৃত্যু । আধ ঘন্টা থেকে কয়েক দিন ।

ব্যবস্থাপনাঃ

১. দ্রুত পানি থেকে উদ্ধার করা, মুখের ভিতর সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিক থেকে ময়লা কাদা থাকলে তা পরিষ্কার করা

২. জিহ্বা একটু টেনে সামনের দিকে রাখা যেন শ্বাসনালী পরিষ্কার থাকে

৩. নাকের ছিদ্র সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিক বার বার পরিষ্কার করা যেন ফুসফুসের মধ্যে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে

৪. রোগীকে গলা টান করে, মাথা কাত করে শুইয়ে, পেটে চাপ দিয়ে ভিতরের পানি বের করা অথবা পা উপরের দিকে দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে পানি বের করা

৫. প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়া । (প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার, ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত, ‘মুখ থেকে মুখ’ ‘মুখ থেকে নাক’ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস)

৬. প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার কার্ডিয়াক মেসেজ দেওয়া

৭. শীতকাল হলে শরীর গরম করার ব্যবস্থা করা

সাপে কামড়ান (Snake Bite)

সাপে কামড়ালে জরুরী ভিত্তিতে করণীয়ঃ

১. ভীতি দূর করতে হবে

২. সাপ যাতে পর পর অনেককে কামড়াতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

৩. ভাল করে ক্ষতস্থান সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে হবে

৪. কোন ভাঙ্গা দাঁত বা অন্য কোন অংশ ভিতরে আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে

৫. নিরাপদ থেকে যদি সম্ভব হয়, তবে পরে বর্ণনা করা যায় এমন ভাবে সাপ দেখতে হবে

৬. ক্ষতস্থানের আশেপাশে রিং থাকলে তা খুলে ফেলা, কারণ পরে ফুলে গিয়ে রক্ত চলাচলে অসুবিধা হতে পারে

৭. মাঝেমাঝে ক্ষত স্থানের অনুভুতি পরীক্ষা করা এবং রক্ত চলাচলের অসুবিধার জন্যে তাগার নীচের অংশে বর্ণের কোন পরিবর্তণ হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখা

৮. ক্ষতস্থানের নড়াচড়া সীমিত রাখতে স্প্লিন্ট বেঁধে রাখা

৯. ক্ষতস্থানের উপরের দিকে হালকা টাইট করে তাগা বা ডোরা (টরনিকুয়েট) বেঁধে রাখা এবং ২৫ থেকে ৩০ মিনিট পরপর তা ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডের জন্যে খুলে দেওয়া, যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে শরীর পচে না যায় সেটা রোধ করা

১০. ক্ষতস্থান হৃতপিন্ডের লেভেল থেকে নীচের দিকে রাখা

১১. হাত এবং পায়ে দুটি বাঁধন দেয়া

সাপে কামড়ালে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরীঃ

১. কখনোই ক্ষতস্থান কাটবেন না বা শুষবেন না, এতে ইনফেকসন হতে পারে

২. কখনোই ক্ষতস্থানে বরফ লাগাবেন না বা, ফ্রস্ট বাইট হতে পারে

৩. কখনোই ক্ষতস্থানে ইলেক্ট্রিক সক দেবেন না

৪. কখনোই ক্ষতস্থানে টাইট করে তাগা (টরনিকুয়েট) বাঁধবেন না

ভেঙ্গে যাওয়া (ফ্রাকচার)

যে কোন কারণে হাড় ভেঙ্গে যাওয়াকে বোঝায় ।

ধরণঃ

১. খোলা ফ্রাকচার (Open fracture)
২. অভ্যন্তরীণ ফ্রাকচার (Closed fracture)
৩. জটিল ফ্রাকচার (Compound fracture)

লক্ষণ ও উপসর্গ

১. ইনজুরির জায়গায় ব্যাথা হয়
২. ইনজুরির জায়গায় ফোলা থাকে
৩. টেন্ডারনেস বা টাটানো থাকে
৪. অনুভুতি হারিয়ে যেতে পারে
৫. অঙ্গ বিকল হতে পারে বা নড়াচড়ায় অসুবিধা হতে পারে
৬. শক হতে পারে

ব্যবস্থাপনা

১. DRABCD মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে
২. বাইরের রক্তক্ষরন বন্ধ করতে হবে
৩. নড়ানো যাবে না,আরামদায়ক জায়গায় রাখতে হবে
৪. স্পাইন ভাঙলে ঘাড় বা গলা ঘোরানো যাবে না
৫. ফ্রাকচারের নীচের অংশে রক্ত সরবরাহ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে
৬. অন্যান্য অঙ্গ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে
৭. ভাঙ্গা অঙ্গ সাবধানে ও হালকাভাবে ধরতে হবে
৮. ভাঙ্গা অংশের নীচে নরম বালিশ বা লেপ ব্যবহার করে এবং দরকার হলে স্পিলিন্ট বেঁধে (কাঠের লম্বা টুকরা, বাঁশের চাঁ ইত্যাদি ভাঙ্গা যায়গায় রশি দিয়ে আলতো ভাবে বেঁধে দেওয়া, যাতে ভাঙ্গা স্থান নড়াচড়া না করে) হাসপাতালে পাঠাতে হবে
৯. শক হলে সে অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিতে হবে

বাহ্যিক রক্তক্ষরণ (External Bleeding)

জীবনের জন্য ঝুঁকি পূর্ণ রক্ত ক্ষরণের লক্ষণ

১. ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়
২. সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহনের পরেও রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয় না বা রক্ত জমাট বাঁধে না
৩. শকের লক্ষণ থাকতে পারে

রক্তক্ষরণ এর ব্যবস্থাপনা

১. ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করা
২. সম্ভব হলে কাটা স্থান উঁচু করে রাখা
৩. চাপ দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা তবে এমন চাপ দেওয়া যাবে না যাতে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে অসুবিধা হয়
৪. নাড়ী (পাল্‌স) এবং শ্বাস প্রশ্বাস মনিটর করতে হবে
৫. শক থাকলে তার চিকিৎসা দিতে হবে
৬. ডাক্তার ও এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে

সাবধানতা

১. সাবান এবং গরম পানি দিয়ে হাত ভালো করে ধুতে হবে এবং ভালভাবে শুকাতে হবে যাতে ইনফেকশন এড়ানো যায়
২. সম্ভব হলে হাতে গ্লাভস পরে নেয়া ভালো
৩. ইনফেকশন এড়ানোর জন্যে ক্ষতস্থানের কাছাকাছি হাঁচি, কাশি দেয়া বা কথা না বলা ভাল ।

পুড়ে যাওয়া (Burn)

তীব্র ভাবে শরীর পুড়ে যাওয়া কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে ,যেমন-

১. পোড়ার ধরণ (কতখানি পুড়েছে)
২. পোড়ার কারণ (কেমিক্যাল, ইলেকট্রিসিটি)
৩. রোগীর বয়স (যুবক বা বৃদ্ধ)
৪. পোড়ার স্থান বা জায়গা (শরীরের কোন জায়গা পুড়েছে)
৫. পোড়ার গভীরতা (কতখানি গভীর)

ব্যবস্থাপনা

১. কমপক্ষে ২০ মিনিট ধরে পানি ঢালতে হবে
২. নন-স্টিক ড্রেসিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
৩. শকের চিকিৎসা করতে হবে

কখনো করবেন না

১. লোশন বা তৈলাক্ত জিনিস লাগানো
২. ফোসকা ফুটো করা যাবে না
৩. সরাসরি বরফ লাগানো যাবে না
৪. পোড়ার সাথে পুরো গেঁথে আছে এমন কাপড় আলাদা করা যাবে না
৫. পোড়া স্থান পানি ঢেলে ছাড়া অন্যভাবে পরিষ্কার করা যাবে না

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (First aid box)

এটি একটি ছোট বাক্স যার মধ্যে জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে খুবই প্রয়োজন হয় এমন কিছু যন্ত্রপাতি ও জিনিস-পত্র থাকে ।

১. Small box (ছোট একটি বাক্স)
২. Cotton (তুলা)
৩. Crepe bandage (ক্রেপ ব্যান্ডেজ)
৪. Large roll bandage (বড় পেচানো ব্যান্ডেজ)
৫. Small roll bandage (ছোট পেচানো ব্যান্ডেজ)
৬. Medium and small scissors (মাঝারি ও ছোট কাঁচি)
৭. Sterile gauze (জীবানুমুক্ত গজ)
৮. Triangular bandage (ত্রিকোন ব্যান্ডেজ)
৯. Sterile adhesive tape (জীবানুমুক্ত আঠালো টেপ)
১০. Disposable gloves (হাত গ্লাভস্)
১১. Thermometer (থার্মোমিটার)
১২. Antiseptic (জীবানু নাশক তরল)
১৩. Gauze holder (গজ ধারক)
১৪. Blade (ব্লেড)
১৫. Scalpel (ডাক্তারী ছুরি)
১৬. BP Machine with Stethoscope (রক্তচাপ মাপা যন্ত্র সহ স্টেথোসকোপ)
১৭. First Aid book or similar instructions (প্রাথমিক চিকিৎসার বই বা নির্দেশনা)

সহায়ক তথ্য - ৫.৩

৫.৩. মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও গুরুত্ব

৫.৩.১. মনো-সামাজিক পরিচর্যা কি?

স্বাস্থ্য বলতে বুঝায় মানুষের শরীরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন ও সক্রিয়তা। ব্যাক্তিবিশেষের মানসিক ক্ষমতাই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য, যার দ্বারা ব্যক্তি নিজে তার নিজের সাথে এবং সমাজের সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলতে পারে। মনো- সামাজিক পরিচর্যা এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যা মানসিক চাপে আক্রান্ত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নিদিষ্ট ব্যক্তি বা একদল মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা হ্রাস বা দূরীভূত করে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। এই চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।

দুর্যোগ পরবর্তীকালে দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে মনো-সামাজিক পরিচর্যার মূল উদ্দেশ্য হলো মনো-সামাজিক বিপর্যস্ত মানুষ যেন তাদের নিজস্ব শক্তি এবং ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে পারে।

মনো-সামাজিক পরিচর্যার নীতিমালা, পদ্ধতি ও কৌশল

মনো-সামাজিক পরিচর্যার সাধারন নীতিমালা নিম্নে দেওয়া হল-

- কেবলমাত্র দক্ষব্যাক্তি/ব্যাক্তিবর্গ দ্বারা পরিচর্যা করা
- ব্যাক্তিকে তার নিজের সমস্যা ও তার সমাধান খুঁজে বের করতে সহায়তা করা
- মনোযোগের সাথে শ্রবণ ও মনের গোপনে প্রবেশ করা
- সহমর্মীতা ও পারস্পরিক সর্ম্পক স্থাপন করা
- সামাজিক সহায়তা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা

মনো-সামাজিক পরিচর্যাকারীকে যা করতে হবে তা হচ্ছে বিপর্যস্ত মানুষকে-

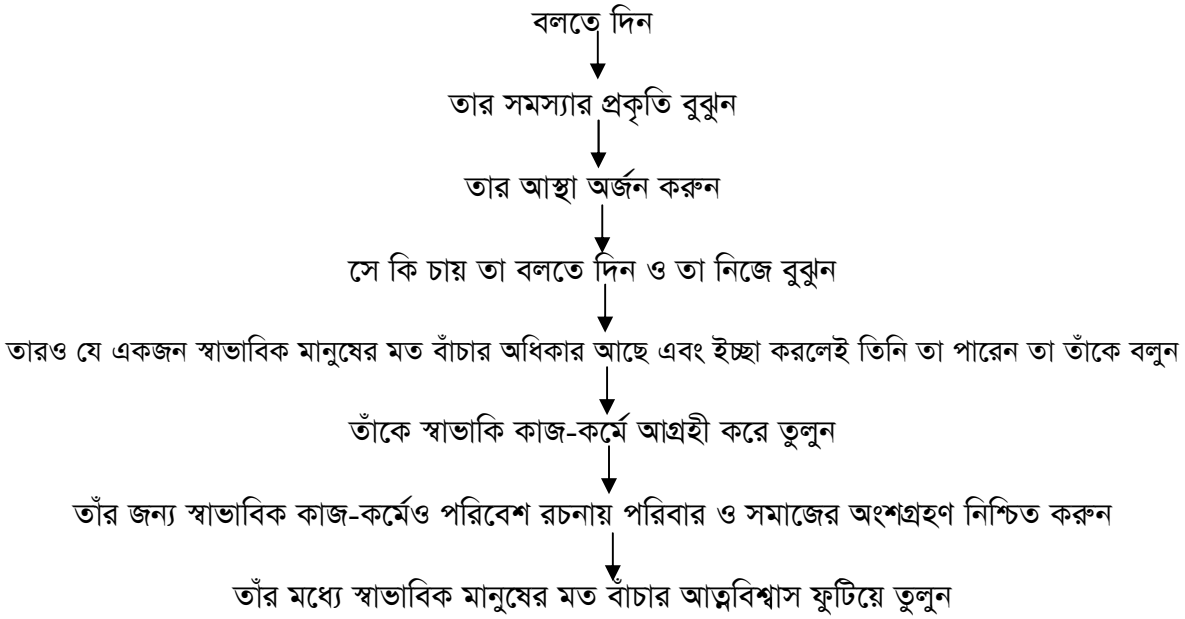

এজন্য পরিচর্যাকারীকে যে সকল বিষয় অনুসরণ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

ক. সমস্যার কথা শুনতে হবে: দুর্যোগে বিপর্যস্ত ব্যাক্তিকে একাকী অথবা একই সমস্যার আক্রান্ত একাধিক ব্যাক্তিকে নিয়ে তিনি তাঁর/তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চাইবেন।

খ. পরিচর্যাকারীকে বিপর্যস্ত ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে: বিপর্যস্ত ব্যক্তি যদি পরিচর্যাকারীর দিকে না তাকান তাহলেও পরিচর্যাকারী বিপর্যস্ত ব্যাক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন।

গ. কথা বলার জন্য উজ্জীবিত করতে হবে: যদি তিনি বলতে না চান তহলে পরিচর্যাকারী নিজে থেকে ঐ ঘটনার সাধারণ বর্ণনা দেবেন। পরিচর্যাকারীর নিকটজন অথবা পরিচিত কেউ যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে হবে। এর ফলে বিপর্যস্ত ব্যক্তির মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। এক পর্যায়ে তিনি হয়তো কথা বলতে শুরু করে দেবেন।

ঘ. কাঁদতে চাইলে বাধা দেয়া যাবে না: যদি তিনি/তাঁরা কাঁদতে থাকেন তাহলে কাঁদার সুযোগ দিতে হবে। তাঁকে এমনটি বোঝার সুযোগ দিতে হবে যে পরিচর্যাকারী বিপর্যস্ত-ব্যাক্তির দুঃখ সমানভাবে উপলব্ধি করছেন।

ঙ. কথার মাঝে বাধা দেয়া যাবে না: বিপর্যস্ত ব্যাক্তি যখন কথা বলবেন তখন তাঁকে বাধা দেয়া যাবে না। পরিচর্যাকারী যদি মনে করেন, এখন বিপর্যস্ত ব্যাক্তির কাছ থেকে অন্য ধরনের কথা শোনা প্রয়োজন তাহলে যখন বিপর্যস্ত ব্যাক্তি নিজেই কিছুটা বিরতি টানছেন তখনই পরবর্তী প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারেন।

অধিবেশন (৬)- স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা

বন্যা ব্যবস্থাপনা

বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি

বন্যাপ্রবণ এলাকার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত ।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা, বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে ।

সময় ঃ ১ এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

- আলোচনা, বর্ক্তৃতা ও প্রশ্নউত্তর ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৬.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ও বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। সহায়ক মানচিত্রের সাহায্যে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল বর্ননা করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক (**সহায়ক তথ্য ৬.১ অনুযায়ী**) বন্যা ও বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১৫ মিনিট
৬.২	• সহায়ক সংক্ষিপ্তভাবে 'বন্যা ব্যবস্থাপনা কি' তা ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনার স্থানীয় কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক (**সহায়ক তথ্য ৬.২ অনুযায়ী**) বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১৫ মিনিট
৬.৩	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দলকে বন্যার পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতির তালিকা তৈরী করতে অনুরোধ করবেন । • দলীয় আলোচনা শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে একজন করে দলীয়ভাবে তৈরিকৃত তালিকা বা আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন এবং অন্যান্য দলগুলো মন্তব্য জানাবে । সহায়ক মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন । • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক (**সহায়ক তথ্য ৬.৩ অনুযায়ী**) বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৩০ মিনিট

৬.৪	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে জানবেন এবং পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন । • দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে (সহায়ক তথ্য ৬.৪) এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করবেন । • এই পর্যায়ে সহায়ক তথ্য (সহায়ক তথ্য ৬.৪) এর আলোকে আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার বন্যার সাথে টিকে থাকার কয়েকটি স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত অংশগ্রহণকারীদের সামনে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন । • এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের আরো দৃষ্টান্ত জানা আছে তা প্রশ্ন করে জানবেন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা জানুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ কর ন ।	৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৬.১

৬.১. বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা

৬.১.১. বন্যা কি, কারণ ও প্রকার ভেদ

সাধারনভাবে বন্যা বলতে বোঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবনমুক্ত ভুমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে ।

বন্যা=পানির উচ্চতা বৃদ্ধি

বন্যা=প্লাবন

বন্যা=প্লাবন+ক্ষয়ক্ষতি

বন্যার পানির বিপদসীমা বলতে নদীর পানিপ্রবাহের সেই নির্দিষ্ট বিন্দুর উচ্চতাকে বোঝায়, পানিপ্রবাহ সেই বিন্দু অতিক্রম করলে নদীতীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যেতে পারে । বিপদসীমা স্থানভেদে একই নদীতে বিভিন্ন রকম হতে পারে । বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, বন্যার পানির বিপৎসীমার ৫০ সে.মি. নিচে থাকলে স্বাভাবিক অবস্থা, ৫০ সে.মি. উপরে থাকলে অস্বাভাবিক বন্যা আর ১০০ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে মারাত্মক বন্যা । বন্যার প্রকারভেদ: অবস্থান ভেদে বন্যা তিন প্রকার । যথা-

বন্যা	সময়কাল	কারণ
১. আকস্মিক বন্যা	এপ্রিল - মে	উঁচু বা পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল কিংবা প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে আকস্মিক বন্যা সংঘটিত হয় ।
২. মৌসুমী বন্যা	জুলাই - সেপ্টেম্বর	এ ধরণের বন্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নদনদীর পানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত করে ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে ।
৩. জোয়ার জনিত বন্যা	এপ্রিল - অক্টোবর	সাধারণত সমুদ্রে অতিরিক্ত জোয়ারের কারণে এ ধরণের বন্যা হয়ে থাকে । স্বল্প মেয়াদী এই বন্যার উচ্চতা সাধারণত ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ভূ-ভাগের নিস্কাশন প্রনালীকে আবদ্ধ করে ফেলে ।

৬.১.২ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

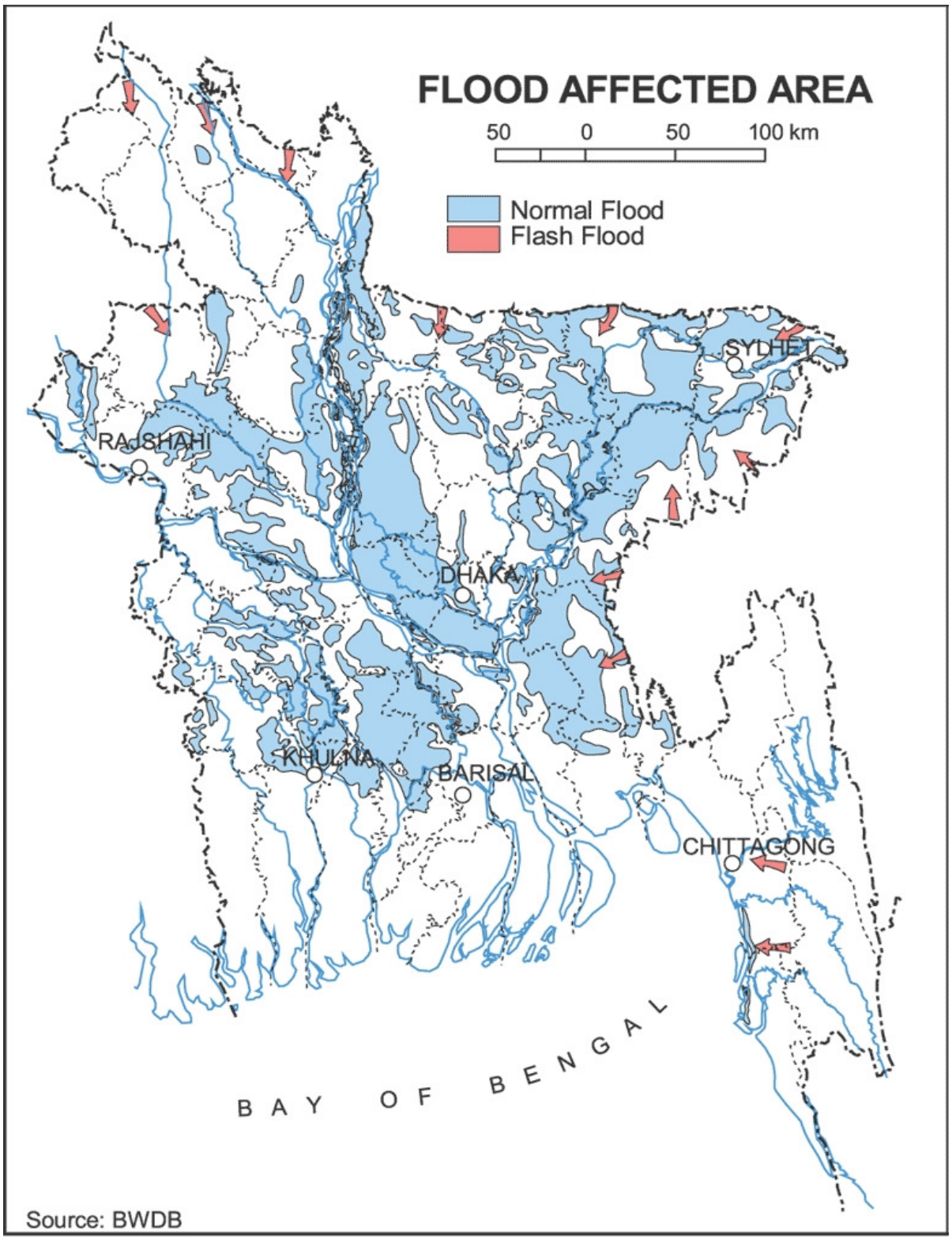

৬.১..২. বন্যার প্রভাব

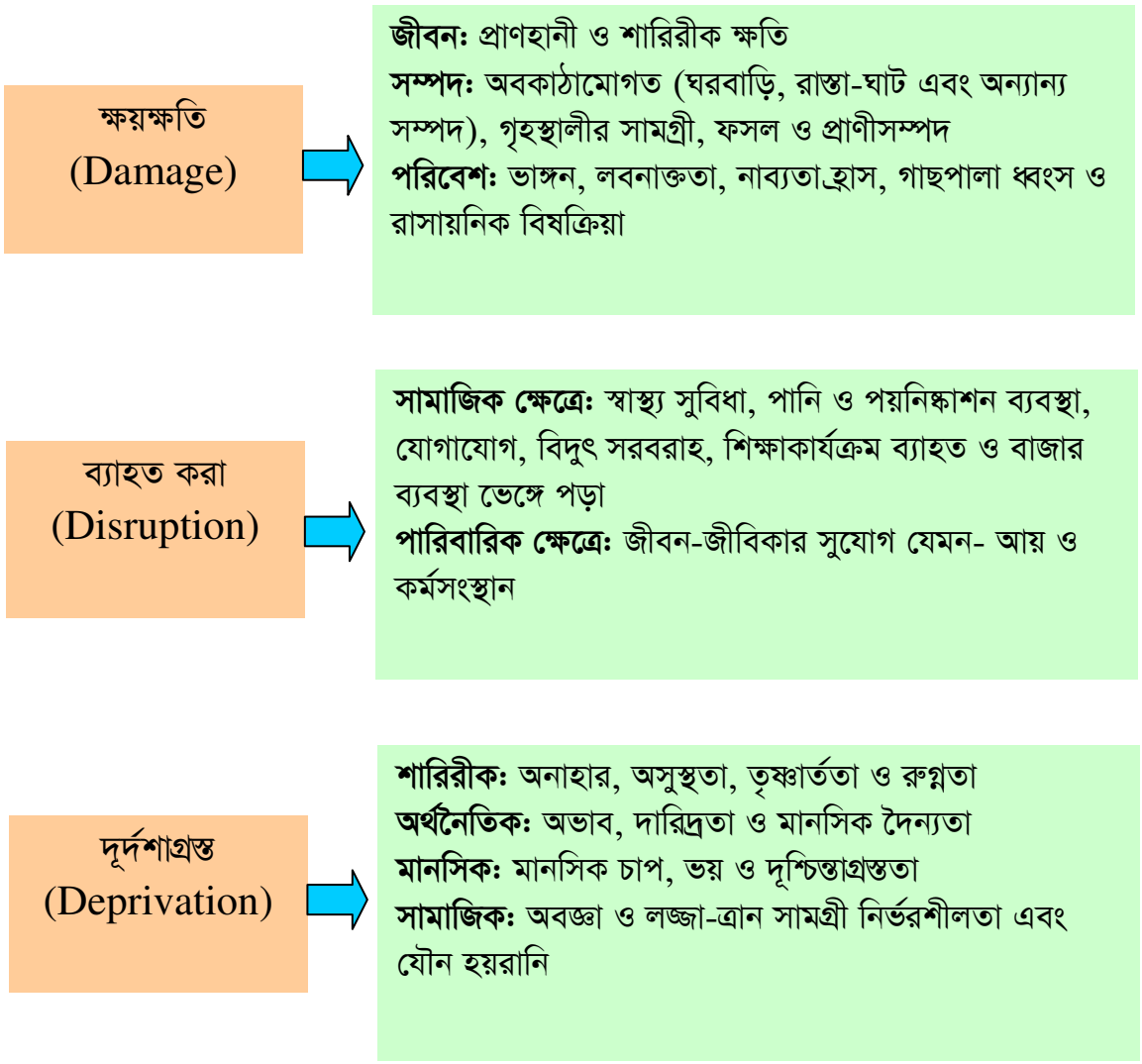

সহায়ক তথ্য - ৬.২

৬.২ বন্যা ব্যবস্থাপনা (Management of Flood)

যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রন মানুষের আয়ত্বের বাইরে সেহেতু দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়াই শ্রেয় । একথা সত্য যে, বন্যাকে কখনোই প্রতিরোধ করা বা বাঁধা দেয়া যায় না । শুধুমাত্র কার্যকর বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বা প্রশমন করা যায় ।

নিয়ন্ত্রিত বন্যা (Controled Flood), বন্যা নিয়ন্ত্রণ(Flood Control), বন্যা প্রশমন (Flood Mitigation), বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) এর মাধ্যমে বন্যা মোকাবেলা করা যায় । উল্লেখিত চার পদ্ধতির মধ্যে "বন্যা ব্যবস্থাপনাই" সর্বোত্তম । কারণ এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, প্রস্তুতি, জরুরী ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমূহের উন্নতি সাধনে প্রয়াস নেয়া হয়ে থাকে ।

সাধারণতঃ দুই উপায়ে বন্যা ব্যবস্থাপনা করা যায় । যথা-
ক.) কাঠামোগত (Structural) ব্যবস্থা খ.) অ-কাঠামোগত (Non-Structural) ব্যবস্থা

কাঠামোগত ব্যবস্থাঃ	**অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা**
• জলাধার নির্মান • নদী/খাল পুনঃখনন • পরিকল্পিত বাঁধ ও পর্যাপ্ত স্লুইস গেট নির্মান • বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমানে গাছ লাগানো • বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান • ফ্লাড লেভেলের উপর পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর এবং পানি নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মান । • ড্রেনেজ চ্যানেল নির্মান • পাঁকা স্কুল/ কলেজ অফিস বা পাঁকা বাড়ী-ঘর নির্মান	• বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ • ফ্লাড প্রুফিং পদ্ধতি গ্রহণ (ভিটি, বাড়ীর আঙ্গিনা, টিউবয়েলের পাইপ এবং গ্রাম্য পায়খানা, পুকুর পাড়, কবর স্থান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান , বাজার, ইত্যাদি উঁচু করা) • বন্যা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা । • সরকারী আইন এবং পলিসির বাস্তবায়ন । • প্রশিক্ষন, উদ্বুদ্ধকরন ও গনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ । • মাইকিং, অপসারণ ও উদ্ধার । • স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমে বন্যা ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্তি । • জ্বালানী সংরক্ষন ও স্থানান্তর যোগ্য চুলা সংগ্রহে রাখা ।

সহায়ক তথ্য - ৬.৩

৬.৩. বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি

৬.৩.১. প্রস্তুতি কি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব

৬.৩.১.১. প্রস্তুতি কি?

দুর্যোগ প্রস্তুতি হলো একটি দুর্যোগের ঘটনাকে অনুমান করে, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে: আগাম সতর্কীকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

৬.৩.১.২. প্রস্তুতির গুরুত্ব

- যে কোন দুর্যোগে দ্রুত এবং সংগঠিত উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করে
- দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে
- জনগণের দুর্ভোগ, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে
- সংশ্লিষ্ট দুর্যোগে কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করে
- মানব সম্পদ, অর্থসম্পদ, ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকরী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কাছে পৌছাতে সাহায্য করে
- দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (লজিষ্টিক) নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় ত্রাণ কার্য পরিচালনার পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারনে সহায়তা করে
- সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি কার্যকর তথ্য ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে
- কার্যকরী পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করে।

৬.৩.২. বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

৬.৩.২.১. পারিবারিক প্রস্তুতি:

পারিবারিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে পরিবার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচানো এবং পারিবারিক সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। যেমন-

- দুর্যোগের মৌসুমে নিয়মিত দুর্যোগের খবর রাখা;
- সংকেত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া;
- আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি;
- অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ;
- ভাসমান দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রস্তুতি।

৬.৩.২.১. সামাজিক প্রস্তুতি :

সামাজিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে এলাকার মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং সামাজিক সম্পদ ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। যেমন–

- সামাজিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি গঠন;
- বৃক্ষ রোপন;
- বাঁধ ও রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার;
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষার নিমিত্তে নিরাপদ স্থানে এবং মজবুতভাবে নির্মাণ করা, যাতে বিকল্প আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়;
- দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা;
- দুর্যোগে স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্তে ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে মেডিক্যাল টিম গঠন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ।

সহায়ক তথ্য - ৬.৪

আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত।

<u>দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে ধারণা</u>

দুর্যোগের সাথে বসবাসের অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। দুর্যোগ মোকাবেলায় এদেশের মানুষের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যান্য দুর্যোগ প্রবণ দেশের জন্য অনুসরণীয়। এ দেশের মানুষ সৃষ্টি করেছে দুর্যোগের সাথে টিকে থাকার অভিনব কৌশল। বংশপরম্পরায় পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা দুর্যোগ মোকাবেলার এসব আদি কৌশল চর্চার মাধ্যমে আজও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে থাকে। **সুতরাং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল হচ্ছেণ্ড বংশপরম্পরায় পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা জ্ঞান ও কৌশল যা তারা দুর্যোগের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে।** এ ধরণের চর্চার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জনগণের জানা না থাকলেও কার্যকর ফলাফল পাওয়ায় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় এই চর্চাগুলো আজও দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত

গায়েল বান্ধা বাঁধ

প্রেক্ষাপট :

বর্ষা মৌসুমে হাওর এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঢেউ বা আফালের কারণে সৃষ্ট বসতভিটা ও গ্রামের ভাঙন। 'গায়েল বান্ধা বাঁধ' ভাঙন থেকে বসতভিটা ও গ্রাম রক্ষার কার্যকর আদি কৌশল।

কৌশল :

অর্থনৈতিক সামর্থের ভিত্তিতে এই অঞ্চলে সাধারণত দুইটি ভিন্ন উপায়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী শুকনো মৌসুমে নিকটবর্তী নীচু এলাকা থেকে মাটি কেটে এনে বাড়ির চারপাশে এবং বাড়ির সংলগ্ন হাওড়ের পাড়ে একটি ছোট বেড়িবাঁধ গড়ে তোলা হয়। এরপর চাইলা ঘাস, খড় এবং বাঁশ দিয়ে একটি বেড়া তৈরি করে হাওড়ের পাড়ে সমন্তরাল করে বসানো হয়। এবারে লম্বালম্বিভাবে বাঁশ বসিয়ে এবং সেই সাথে আড়াআড়িভাবে বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে বেড়াকে মজবুত করে আটকিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে স্রোতের তীব্রতা কমানোর জন্য হাওড়ের মুখে ফাঁকা জায়গায় চাইলা ঘাস এবং খড় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতির ভিনড়বতা হচ্ছে, বাঁশের বেড়ার সাথে চাটাই দেওয়া হয়। বাঁশের কঞ্চিগুলো চাটাই এর সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় যাতে চাইলা ঘাস এবং খড় আটকে থাকে। এর পরের কাজ হচ্ছে হাওড়ের তীর ঘেষে খাড়াভাবে বাঁশের খুঁটিগুলো একটা নির্দিষ্ট পরিমান জায়গা ফাঁকা রেখে লম্বাভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলা। বাঁশের খুঁটির সাথে চাটাই বাঁধার জন্য দড়ি ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বেড়াকে আরো শক্ত করার জন্য আড়াআড়িভাবে কিছু লম্বা বাঁশের কঞ্চি 'X' আকৃতির মত করে বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁশের এই খুঁটিকে সাধারণত ড্যাব বলে। স্রোত ও ভাঙন রোধে চাটাই খুব কার্যকর। কিন্তু এটা করতে বাড়তি বাঁশ, বাড়তি জনশক্তি, বাড়তি ব্যয় এবং প্রচুর সময় লাগে।

গ্রামি

প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এক ফসলের অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে প্রতি বছরই বোরোর বাম্পার ফলন হয়ে থাকে। সাধারণত মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত এই জেলাগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে আগামভাবে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হয় মাঠে কাটার উপযোগী বোরো ধান। তাই এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এই এলাকার মানুষ স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে তৈরি করেছে ডুবে যাওয়া ধান সংগ্রহের যন্ত্র গ্রামি।

কৌশল :

দুই/আড়াই হাত লম্বা দুইটি লোহার রড লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে জোড়া লাগিয়ে গ্রামি তৈরি করা হয়। যা অনেকটা 'T' আকৃতির মত। গ্রামির মধ্য অংশে হাতলের মত অংশ থাকে এবং সেখানে একটা ছিদ্রও থাকে। এই হাতলি অংশে ইট বা ভারী জাতীয় কিছু শক্ত করে বাঁধতে হয় যাতে এটি ঠিকমতো ডুবে যেতে পারে। একটা শক্ত রশি ছিদ্রের সাথে বাঁধতে হয়। এরপর নৌকায় বসে এই ইট বাঁধা গ্রামি ডুবে যাওয়া ফসল ক্ষেতে রশি দিয়ে টানতে হয়। এতে দেখা যায় গ্রামির দু'পাশের মাথার অংশে যে খাঁচকাটা থাকে সেখানে পঁচা ধানগাছ বেঁধে যায়। পঁচা ধানগাছ গ্রামির সাথে বাঁধলে তা বেশী ভারী মনে হয় তখন তা পানি থেকে টেনে উপরে তুলতে হয়। এরপর হাত দিয়ে এই পঁচা ধান গাছ ছাড়িয়ে নিয়ে পূণরায় একইভাবে টেনে টেনে ধান সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত বন্যা শুরু হওয়ার ১৪-১৫ দিন পর ডুবন্ত ফসলের গোড়া আলগা হয়ে গেলে অথবা পঁচে গেলে এই যন্ত্রের সাহায্যে ফসল সংগ্রহ শুরু হয়।

অধিবেশন (৭)- সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরন ব্যবস্থা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৭.১ বাংলাদেশে বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের রূপরেখা

৭.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

সময়

২ ঘন্টা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সতর্ক সংকেত ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার/বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন । • পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৭.১ অনুযায়ী)** বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা করবেন এবং এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে জানবেন । • পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন । • পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট **(সহায়ক তথ্য ৭.২ অনুযায়ী)** প্রদর্শন মাধ্যমে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	৪০ মিনিট

৭.২	• সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৭.২.১ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন। • সহায়ক আগাম তথ্যসূত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা **(সহায়ক তথ্য ৭.২.২ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। • স্থানীয় এলাকার আলোকে বন্যার আগাম সংবাদ প্রাপ্তির তথ্যসুত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যসূত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত করবেন। • সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বিপদসীমা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৭.২.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.২.৪. অনুযায়ী)** স্থানীয় এলাকার আলোকে বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য৭.২.৫ অনুযায়ী)** সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.২.৬ অনুযায়ী)** স্থানীয় বার্তার একটি নমুনা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া বন্যার আগাম সংবাদকে কিভাবে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে প্রচার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দেবেন। • দলীয় কাজ শেষে সহায়ক প্রতিটি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য সুযোগ দেবেন এবং বড় উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে প্রতিটি উপস্থাপনার সবল ও দূর্বল দিক নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.২.৭ অনুযায়ী)** পতাকা পদ্ধতির মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	

সহায়ক তথ্য - ৭.১.১

৭.১.১ বাংলাদেশে বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের রূপরেখা

বার্তা প্রদানকারী	মাধ্যম	বার্তা প্রাপক	
		প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়
পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র	• ফ্যাক্স • ইন্টারনেট • টেলিফোন • বার্তাবাহক	• রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় • বিভিন্ন বিভাগের প্রধান • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো • রেডিও টেলিভিশন • সংবাদপত্র • পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়	?

বার্তার ধরণ

আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টের কাছে যমুনা নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সহায়ক তথ্য - ৭.১.২

৭.১.২ প্রচলিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

- গ্রামের মানুষের রেডিও-টেলিভিশন না থাকার কারণে এবং শিক্ষার হার কম হওয়ায় রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা থেকে বন্যার আগাম সংবাদ পায় না।
- গ্রামের মানুষ মিলিমিটার ও সেন্টিমিটার বোঝে না ফলে গ্রামের মানুষের কাছে প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তার কোন বোধগম্যতা নেই।
- প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তায় কোন একটি বড় নদীর নির্দিষ্ট স্থানের পানির হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য দেয়া হয়। কিন্তু এর প্রভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কি হতে পারে সে বিষয়ে কোন কিছু বলা হয় না। ফলে স্থানীয়ভাবে এই বার্তার গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম।
- অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় লোকজনের বোধগম্য ভাষায় বার্তা প্রচার ব্যবস্থা না থাকা।
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচারে এখনও সক্ষম হয়নি।

সহায়ক তথ্য ৭.২.১

৭.২.১ বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র

যে উৎস থেকে পানি বাড়া অথবা কমার আগাম তথ্য পাওয়া যায় সেই উৎসকেই বলা হয় বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র। এ ধরণের তথ্যের উৎস বা সূত্র হতে পারে সরকারি, বেসরকারি অথবা সামাজিক যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা।

আগাম তথ্যসুত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অভিজ্ঞতা

ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। পরবর্তীতে এই নদটি যমুনা নদীতে রূপান্তরিত হয়ে ভাটিতে অবস্থিত জেলা গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানিকগঞ্জের আরিচা পয়েন্ট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এক সময়ে বন্যার আগাম সংবাদ জানার আনুষ্ঠানিক সুযোগ না থাকায় বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনগুলো নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের চর্চা গড়ে তুলেছিল। যেমন- কুড়িগ্রামে পানি বাড়লে সেই সংবাদ কুড়িগ্রামের সহযোগি সংগঠন জীবিকা টেলিফোনের মাধ্যমে ভাটির জেলা গাইবান্ধার সংগঠন গণউন্নয়ন কেন্দ্রকে জানিয়ে দিত। আবার একইভাবে গাইবান্ধায় পানি বাড়লে গণউন্নয়ন কেন্দ্র ভাটির জেলা সিরাজগঞ্জের সংগঠন মানব মুক্তি সংস্থাকে আগাম সাবধান করে দিত।

নেত্রকোনা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা

আমরা জানি নেত্রকোনা একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আজও পর্যন্ত আকস্মিক বন্যার কার্যকর পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় এই জেলার কোন কোন ইউনিয়ন বা উপজেলা বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বন্যার আগাম সংবাদ পাওয়ার জন্য উজানের উপজেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। যেমন- ১১ নং কালিয়ারা গাবরাগাতি নেত্রকোনা সদর উপজেলার একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উজানে অবস্থিত দূর্গাপুর উপজেলা। সাধারণত বন্যাকালীন সময়ে দুর্গাপুর উপজেলায় পানি বাড়ার ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পর কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়। সুতরাং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যথা সময়ে দূর্গাপুর উপজেলা থেকে বন্যার পানি বাড়ার আগাম সংবাদ পাওয়ার বিষয়টি কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

সহায়ক তথ্য ৭.২.৩

বিপদসীমা

সাধারণত যে সীমায় পানি উঠলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সীমাকে বিপদসীমা বলা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান এবং ভূমির গঠনের (উচ্চ ও নিম্ন) ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন স্থানের বিপদসীমা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

সহায়ক তথ্য ৭.২.৪

স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল

বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার ও মানুষ সহজেই বলতে পারেন কোন স্তরে বা উচ্চতায় পানি উঠলে তাদের নিজ এলাকা বা পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়। সাধারণত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতির আলোকে পানির ঐ উচ্চতাকে স্থানীয় বিপদসীমা বলা হয়। এ ধরণের বিপদসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা হচ্ছে -

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি স্থানকে চিহ্নিত করা যে স্থানটি সবার পরিচিত এবং এলাকার সবাই দৈনন্দিন জীবনে সেই স্থানটিকে কম বেশী পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন- কোন হাট বাজার, মসজিদ, স্কুল, ব্রীজ কালভার্ট অথবা কোন বড় গাছ।
- দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত স্থানটির সন্নিকটে ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি পাকা পিলার স্থাপন করা।
- এবারে এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা নির্ধারিত ঐ স্থানের কোন স্তরে পানি উঠলে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। পানির ক্ষতিকারক সেই স্তরটি চিহ্নিত করার পর ঐ স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে স্থাপন করা পাকা পিলারে লাল রং দিয়ে প্রথমে বিপদসীমা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত লাল দাগ থেকে পিলারের উপরের অংশ পর্যন্ত লাল রং করে দেয়া।
- পরবর্তীতে যেখান থেকে লাল রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে কমপক্ষে দুই হাত পরিমান নীচে হলুদ রং দিয়ে আরেকটি দাগ দেয়া। লাল এবং হলুদের মধ্যবর্তী দুই হাত পরিমান অংশকে পুরোপুরি হলুদ রং করা।
- যেখান থেকে হলুদ রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে পিলারের নীচের পুরো অংশকে সবুজ রং করে দেয়া।

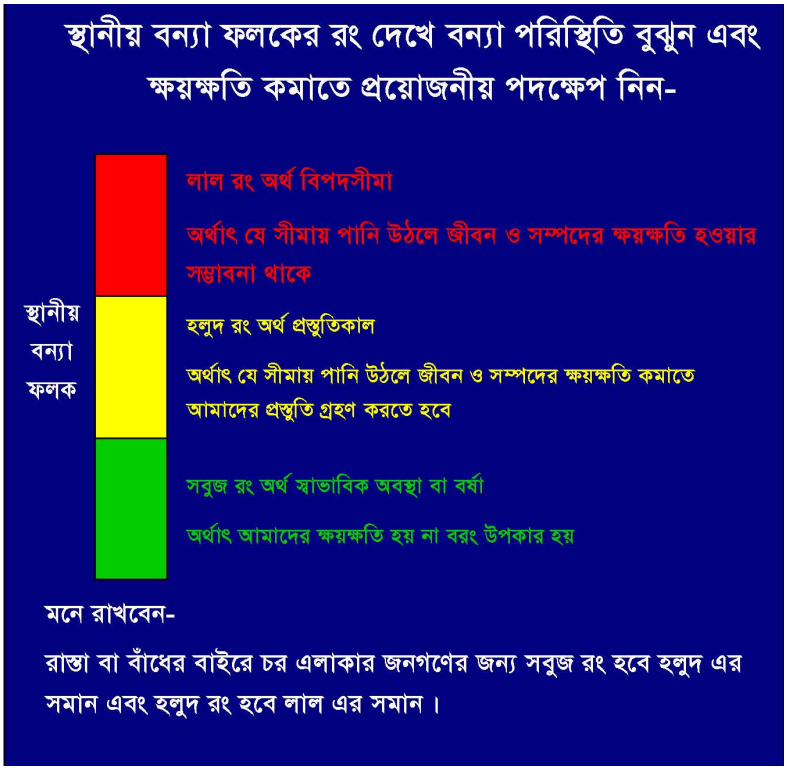

- লাল রঙে পানি থাকার অর্থ বিপদ, হলুদ রঙে পানি থাকার অর্থ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সবুজ রঙে পানি থাকার অর্থ নিরাপদ।

সহায়ক তথ্য ৭.২.৫

সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল

গ্রামের মানুষ এখনও সেন্টিমিটার মিলিমিটার বোঝে না। তবে স্থানীয়ভাবে পানি বাড়া বা কমার সূচক হিসেবে ইঞ্চি, আঙুল, বিঘৎ, আধা হাত বা এক হাত সাধারণত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। সাধারণত এক হাত সমান প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার বা ১৮ ইঞ্চি। সুতরাং ২৫ সেন্টিমিটার পানি বাড়া বা কমার অর্থ আধা হাত, এক বিঘৎ বা ৯ ইঞ্চি পানি বাড়া বা কমা। এইভাবে সহজেই সেন্টিমিটারকে স্থানীয় বোধগম্য পরিমাপে রূপান্তর করা যায়।

সহায়ক তথ্য ৭.২.৬

স্থানীয় বার্তার নমুনা

প্রিয় বৈন্যা গ্রামের ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম । রেডিও ও উপজেলা অফিসের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবর অনুযায়ী যমুনা নদীর পানি আগামী ৪৮ ঘন্টায় আরও ৮ আঙুল বৃদ্ধি পাবে । ইতোমধ্যে যমুনা নদী সংলগ্ন খালের পানি নওয়াজেশ মোল্লার বাড়ির কাছে প্রতিদিন বাড়ছে এবং আইনউদ্দিন মিয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে নীচু অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছে । খারাপ আবহাওয়ার কারণে আগামী ৩/৪ দিন যদি এভাবে বৃষ্টি হয় তবে সমগ্র বৈন্যা গ্রাম পানিতে তলিয়ে যেতে পারে । এ অবস্থায় বৈন্যা গ্রামের সকল জনগণকে দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে-

- কাটার উপযোগী ফসল কেটে ঘরে তোলার জন্য শুকনা খাবার সংরক্ষণের জন্য আলগা চুলা তৈরি ও লাকরী সংরক্ষণ
- যাতাযাতের জন্য ভেলা তৈরি
- গবাদি পশু নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ইত্যাদি জরুরী কাজগুলো করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে ।

সহায়ক তথ্য ৭.২.৭

পতাকা পদ্ধতির মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের কৌশল

অধিবেশন (৮)- কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্বে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৮.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ

৮.২ শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৮.৩ শিক্ষা কার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৮.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • প্রথমে সহায়ক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশুকিশোরদের অংশগ্রহণের কথা বলে আলোচনার সূত্রপাত করবেন এবং সকলকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাবেন দুই একজনের বক্তব্য শুনবেন এবং তাদের বক্তব্য থেকে উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট নোট করবেন, এরপর তাদের আলোচনার সূত্র ধরে সহায়ক নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৮.১অনুযায়ী)** দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	২০ মিনিট
৮.২	• এবার সহায়ক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরবেন এবং এজন্য সহায়ক তথ্যে বর্ণিত পয়েন্টসমূহ ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন • প্রত্যেকটি পয়েন্ট একজনকে পড়বার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন বং ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবেন • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৮.২ অনুযায়ী)** শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	২০ মিনিট
৮.৩	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতার পদ্ধতি সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ৮.৩)** অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	২০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ৮.১

৮.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ

দুর্যোগ পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন ব্যাহত করে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন এবং তার পরে শিশুদের বিপদাপন্নতা বাড়ে। এ সময় তাদের অবহেলা, অযত্ন, হুমকি, শোষণ, এবং সহায়ক পরিবেশের অভাব মোকাবেলা করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ও শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয় এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিশুরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর অবদান রাখতে পারে। যেসব ঝুঁকি তাদের এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হুমকি স্বরূপ তা তারা হ্রাস করতে পারে এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে সরাসরি অংশ নিতে পারে।

আপদ এবং বিপদাপন্নতা থেকে রক্ষার চেষ্টায় শিশু এবং কিশোরদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণে। এছাড়া জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনের অধীন আন্তর্জাতিক আইনগত রূপরেখা (আর্টিকেল১২, ১৩) দ্বারা অনুমোদিত।

সহায়ক তথ্য ৮.২

৮.২ শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

- মোট জনসংখ্যার অর্ধেক শিশু ও কিশোর-কিশোরী, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে তাদের অংশগ্রহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও তথ্য বিতরনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
- রিলিফ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরাই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা পূর্ব সতর্কতার মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে সহায়তা করে ঝুঁকি হ্রাসে অবদান রাখতে পারে।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকি হ্রাসের পদ্ধতি ও কর্মপন্থা উদ্ভাবনের গবেষনায় সহায়তা করতে পারে।

সহায়ক তথ্য ৮.৩

৮.৩ শিক্ষা কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গনসচেতনতা কি?

সকল নারী পুরুষ, মহিলা ও কিশোর-কিশোরীদেরকে প্রয়োজনীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জানিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গনসচেতনতা । গনসচেতনতার পর্যায় প্রধানত তিনটিঃ

১) কোন দুর্যোগ জরুরি বিষয়ে অবগত করা;

২) বিষয় উপলব্ধি করানো; এবং

৩) সতর্কতামূলক কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা ।

গনসচেতনতা পদ্ধতি ও মাধ্যম

- উপস্থাপন ও বক্তৃতা
- নাটক, কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- গান, কবিতা ও গল্প
- জরুরী মহড়া ও অনুশীলন
- র‍্যালি
- মাইকিং
- সামাজিক অনুষ্ঠান, সভা-সমাবেশ, কর্মশালা
- উঠান বৈঠক
- র‍্যালী
- বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন- রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা রচনা ও আবৃতি প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ধাঁধাঁ প্রতিযোগিতা, কৌতুক প্রতিযোগিতা, পালাগানের প্রতিযোগিতা, পাজল গেইম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ।

অধিবেশন (৯)- মহড়া/ সিমুলেশন/ড্রিল এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন ও পর্যালোচনা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য?

১.২ সিমুলেশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ

১.৩ সিমুলেশনের মূল উপাদান সমূহ

১.৪ সিমুলেশন বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ

১.৫ বন্যা সিমুলেশন নির্দেশিকা (পান্ডুলিপি)

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য, সিমুলেশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ, সিমুলেশনের মূল উপাদান সমূহ এবং সিমুলেশন বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	সেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	গময়
৯.১-৯.৪	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • প্রথমে সহায়ক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সিমুলেশনের কথা বলে আলোচনার সূত্রপাত করবেন এবং সকলকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাবেন দুই একজনের অভিজ্ঞতা শুনবেন এবং তাদের বক্তব্য থেকে উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট নোট করবেন, এরপর তাদের আলোচনার সূত্র ধরে সহায়ক নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন। • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ৯.১-৯.৪ অনুযায়ী) সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য, সিমুলেশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ, সিমুলেশনের মূল উপাদান সমূহ এবং সিমুলেশন বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	৩০ মিনিট
৯.৫	• সহায়ক বন্যা সিমুলেশন নির্দেশিকা (পান্ডুলিপি) পড়ে শুনাবেন ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিবেন। • সিমুলেশনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দল গঠন করে পান্ডুলিপি অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিবেন। • পরিশেষে সিমুলেশন পরিচালনা করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১ ঘন্টা

সহায়ক তথ্য ৯.১

৯.১ সিমুলেশন কি এবং এর উদ্দেশ্য?

বাংলাদেশের মানুষ যুগযুগ ধরেই দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসলেও অতিমাত্রায় এবং একটি সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি দুর্যোগ সামাল দিতে জনগণের সামর্থ্যের টান পড়তে বসেছে। তাই সামাজিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা বা ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন অথবা প্রয়োজনের তাগিদেই অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টিকে থাকার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এই উদ্যোগের নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে নির্ধারিত ভূমিকা পরখ করে নেয়ার জন্য মহড়া বা সিমিউলেইশনের আয়োজন করে থাকে।

সিমুলেশনের উদ্দেশ্য ঃ

- স্কুল ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া জনসম্মুখে দৃশ্যমান উপস্থাপনার মাধ্যমে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ঝুঁকি হ্রাসকরণের ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা ঝালাই বা চর্চার মাধ্যমে উন্নতি করা।
- নতুন প্রজন্মের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যেমে পরম্পরায় চর্চাটি সমাজের মূলশ্রোতের সাথে একিভূত করণ।

সহায়ক তথ্য ৯.২

৯.২ সিমুলেশনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ

- বন্যা প্রবণ এলাকার জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের সাথে সরাসরি সর্ম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা পুনঃ পুনঃ ঝালাই করার প্রয়াসে নুন্যতম ছয় মাস অন্তর অন্তর দুর্যোগ মোকাবেলা বা ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমের উপর মহড়া বা সিমুলেশনের করা উচিৎ।
- সিমুলেশনের পূর্বদিনে পরপর কয়েক বার মহড়া করার মাধ্যমে চুড়ান্ত মহড়ার প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। সিমুলেশনের দিনে চেকলিষ্ট অনুসারে সকল পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে রাখতে হবে। সম্ভব হলে সিমুলেশনের দিনও একটি ছোট আকারে মহড়া সেরে নেয়া যেতে পারে।
- সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ার সিমুলেশনের মুলতঃ নিয়ন্ত্রিত হবে রেডিও স্পট থেকে। তাই রেডিও স্পটের অবস্থান হবে ঠিক মাঠের মাঝখানে। বিদ্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ, আশ্রয়কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং সাধারণ পরিবারের ঘর রেডিও স্পটের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। যাতে সিমুলেশনের পরিচালক সকলকে দেখতে পায় এবং সকলেই যেন তার নির্দেশনা সংকেত দেখতে ও বুঝতে পারে।

সহায়ক তথ্য ৯.৩

৯.৩ সিমুলেশনের মূল উপাদান সমূহ

১. সাধারণ পরিবার
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৩. ইউনিয়ন পরিষদ
৪. আশ্রয়কেন্দ্র (বিকল্প)
৫. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র
৬. দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র
৭. রেডিও স্পট (সিমুলেশনের নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র)
৮. এছাড়াও মাঠের ভিতর বিভিন্ন ধরনের সাজ-সজ্জার মাধ্যমে একটি গ্রামীন চিত্র তুলে ধরা ।

সহায়ক তথ্য ৯.৪

৯.৪ সিমুলেশনের বাস্তবায়ন ধাপ সমূহ

ধাপ-০১ ঃ কমিটি গঠন

বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে ৫ থেকে ৭ সদস্যর একটি কমিটি তৈরী করতে হবে ।

ধাপ-০২ ঃ সিমুলেশনের জন্য স্থান ও পাত্র/পাত্রী নির্বাচন

সিমিউলেইশনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে। সিমিউলেইশনের বিভিন্ন ইভেন্টে অভিনয়ের জন্য আগ্রহী, কর্মঠ ও দক্ষ পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করতে হবে ।

- **স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ**
  - মাঠ সমতল হবে এবং তৎসংলগড়ব জলাশয় যেমন, পুকুর, নদী, খাল ইত্যাদি থাকবে
  - মাঠের চার পার্শ্বে যাতে দর্শক দাঁড়িয়ে মহড়া উপভোগ করতে পারে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে ।
  - যে মাঠ নির্বাচন করা হবে তাতে অবশ্যই সকলের প্রবেশগম্যতা থাকবে যেমন-শিশু, প্রতিবন্ধি, বয়স্ক এবং মহিলা ।

ধাপ-০৩ ঃ সিমুলেশনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ

সিমুলেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকা তৈরী করতে হবে। উপকরণ সমূহ অবশ্যই স্থানীয় অথবা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহযোগ্য হতে হবে। উপকরনের তালিকা চুড়ান্ত করনের পর উপকরণের শ্রেণী অনুসারে আলাদা আলাদা করে কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। যাতে মহড়ার পূর্বদিনই সকল উপকরণ সরবরাহ বা মাঠে উপস্থিত থাকে ।

ধাপ-০৪ ঃ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক লিখিত অনুমোদন গ্রহন ও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রন
ধাপ-০৫ ঃ সিমুলেশন পরিচালনা পরষদ নির্বাচন এবং বিভিন্ন ইভেন্টের মহড়া
ধাপ-০৬ ঃ স্থানীয় ভাবে প্রচার
সিমুলেশনের আগের দিন স্থানীয় প্রচার মাধ্যম, মাইক, বাজারে বাজারে ঢোল পেটানো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাইক যেমন- মসজিদ, মন্দির, গীর্জা প্যাগোড়ার মাইক এবং পোষ্টারের মাধ্যমে মহড়ার, সময়, দিন, তারিখ উল্লেখ করত প্রচার করতে হবে ।
ধাপ-০৬ ঃ চুড়ান্ত সিমুলেশনের বা মহড়া অনুষ্ঠান
সর্ম্পূণ প্রস্তুত মহড়ার টিম চুড়ান্ত মহড়ার দিন সময়ের ১ঘন্টা পূর্বেই মাঠে উপস্থিত হবে । সকলকে নিয়ে মহড়া পরিচালনা পরষদ প্রস্তুতি পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিবেন । আমন্ত্রিত অতিথিদের আগমনের পর এবং মহড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়কের নির্দেশনা বা অনুমোদন সাপেক্ষে মহড়া পরিচালনা পরষদের লিডার চুড়ান্ত মহড়া শুরু করবেন ।

সহায়ক তথ্য ৯.৫

৯.৫. বন্যা সিমুলেশন নির্দেশিকা (পান্ডুলিপি)

সিমুলেশনের মূল ইভেন্টের দৃশ্যপট ঃ
ক) জনসাধারণের সাভাবিক জীবন-যাপনের চিত্র ।
খ) দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ সংকেত প্রচার এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক কার্যক্রম ।
গ) জরুর সময় ইউনিয়ন পরিষদ,মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগও সমন্বয় কার্যক্রমের চিত্রারূপ ।
ঘ) দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ, বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষিত দলের ভূমিকা অভিনয়,

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ
- চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যগণের ভূমিকা

বিদ্যালয় ঃ
- শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের ভূমিকা
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভূমিকা
- ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা ।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের ভূমিকা

ঙ) দুর্যোগ চলাকালীন বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের প্রতি করণীয় সমূহের ভূমিকা অভিনয় ।
চ) দুর্যোগ পরবর্তী সন্ধান ও উদ্ধারকারী স্বেচ্ছা সেবকদের কসরত ।
ছ) উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী স্বেচ্ছাসেবক দলের কসরত ।
জ) ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকাকরণ সদস্যদের ভূমিকা অভিনয় ।
ঝ) স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত জরুরী খাদ্য ও নিরাপদ পানি সরবরাহের দৃশ্যপট ।
ঞ) দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম ।
চ) পুণঃনির্মান ও পুণঃ সংস্কারের পর সাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের চিত্র ।

অধিবেশন (১০)- স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১০.১ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল

১০.২ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

১০.৩ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

১০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় দায়দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল, স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম, ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় দায়দায়িত্ব জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

২ ঘন্টা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১০.১-১০.২	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • সহায়ক দুর্যোগ থেকে স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার স্থানীয় কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন • প্রশ্ন করার মাধ্যমে স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য স্থানীয় কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • পরিশেষে সহায়ক স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল এবং কার্যক্রম গুলো পাশাপশি লিখে বড় দলে আলোচনা করবেন • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.১ ও ১০.২ অনুযায়ী)** স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	

১০.৩	• ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.৩ অনুযায়ী)** কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছক সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক কর্মপরিকল্পনার ছকটি পূরণ করবেন ।	১০ মিনিট
১০.৪	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.৪ অনুযায়ী)** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় দায়দায়িত সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	২০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১০.১

১০.১ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার কৌশল

জাপানী দর্শনবিদ ও শিক্ষাবিদ ডঃ দাইসাকু ইকেদার মতে-" শিশুদেরকে শিক্ষাকার্যক্রমের ঝুঁকি সম্পর্কে শেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রতিফলন ও ক্ষমতায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। "

- "**জ্ঞান অর্জন (To Learn):** শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্যোগগুলো কেস স্টাডি হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। এধরনের আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করন। তবে এ ধরনের শিখন পদ্ধতির সুফল পাওয়ার জন্য শিক্ষা কারিক্যুলামে পরিবর্তন আনতে হবে।
- **বাস্তব প্রতিফলন (To Reflect):** ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্যোগের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগের কারন, প্রতিরোধের উপায় ও ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর উপায়গুলো বুঝতে পারে এবং এ অর্জিত জ্ঞান পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সাথে বিনিময় করে।
- **ক্ষমতায়ন (To Empower):** ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট কার্যক্রম দুযোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুযোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে। এজন্য স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে কমিটির দায়িত্ব নির্ধারন করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলের দুর্যোগ ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ শেখাতে হবে এবং হোম ওয়ার্ক আকারে তার বাসার দুর্যোগ ঝুঁকি ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে নিয়ে আসতে বলতে হবে। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্যোগের সার্বিক ঝুঁকি ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে শিখতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অর্জিত দুযোগ সংক্রান্ত জ্ঞান পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে।

সহায়ক তথ্য ১০.২

১০.২ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- বক্তৃতা, আলোচনা, পোষ্টার ও শিক্ষামূলক নাটকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী , শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি করা ।
- ছাত্র-ছাত্রী , শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিমোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া:
    - স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমের ওপর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ।
    - স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের প্রক্রিয়া ।
    - স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রমের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ছাত্র-ছাত্রী , শিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটির দায়িত্ব ।
- ছাত্র-ছাত্রী , শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া ও স্কুলের জন্য একটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা ।
- জরুরী সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের তালিকা তৈরী করা ।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মহড়ার আয়োজন করা ।

সহায়ক তথ্য ১০.৩

১০.৩ স্কুল ও শিক্ষাকার্যক্রম সুরক্ষার জন্য ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা করার সময় বন্যার পূর্বে, চলাকালীন ও পরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- বন্যার ধারণার জন্য শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম
- বন্যার ক্ষেত্রে শিক্ষক, এসএমসি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রম
- স্কুল কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দুর্যোগ সহণীয় করা
- বন্যার সময় স্কুল আশ্রয় স্বেচ্ছাসেবককেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলে কোথায় ও কিভাবে শিক্ষাকার্যক্রম চলবে
- স্কুল কর্মদিবস ও কোর্স সম্পাদনের জন্য কর্যক্রম
- বন্যার পূর্বে ও পরে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য করণীয় ঠিক করা
- নিয়মিত শিক্ষক ও দুর্যোগকালীন শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যত্রম
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন

১০.৩.১ স্কুলভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

ক) সাধারণ তথ্য: স্কুলের নাম, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা

খ) স্কুলের প্রোফাইল:

বর্ণনা	ছাত্র/পুরুষ	ছাত্রী/মহিলা	প্রতিবন্ধী শিশু
ছাত্র-ছাত্রী (বিভিন্ন শ্রেনী অনুসারে)			
শিক্ষক			
এসএমসি			

গ) এসএমসি-র সদস্যদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা ও ফোন নাম্বার
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

ঘ) স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি(১০-১৫ সদস্য বিশিষ্ট):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দায়িত্ব	মন্তব্য

ঙ) জরুরি ফোন নাম্বার (দুর্যোগে সাড়া দেবার জন্য কিংবা দূর্যোগে সেবা পাওয়ার জন্য বিবেচ্য)

নাম/পদবি	ফোন নাম্বার	ঠিকানা/স্থান

চ) কর্ম পরিকল্পনার ছক :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়	প্রয়োজনীয় সহায়তা	মন্তব্য

সহায়ক তথ্য ১০.৪

১০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় ও দায়দায়িত্ব

১০.৪.১ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় এর গুরুত্ব

ইউনিয়ন পরিষদ হলো স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান এবং উপজেলা হলো প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর। সরকারিভাবে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তসুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামক একটি কমিটি সক্রিয় আছে। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ চলাকালীন কাজ ও দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ও ত্রাণ তৎপরতা বিষয়ে কমিটিগুলির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সরকারিভাবে নির্ধারিত আছে। তাছাড়া এই কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তপরিকল্পনাও প্রণয়ন করে থাকে। যেহেতু CLC/GK/VDC, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কোনো না কোনো ইউনিয়ন ও উপজেলার অন্তর্গত সেহেতু কমিটির সদস্যদের মূল দায়িত্ব হলো ইউপি ও উপজেলা কমিটির সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়ন করা। CLC/GK/VDC বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউপি এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেহেতু এক ও অভিন্ন সেহেতু উপরোক্ত কমিটি দুটির সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়ন ও সফল যোগাযোগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করতে পারে। তাই দুর্যোগ প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতির জরিপ, দুর্যোগ চলাকালীন তৎপরতা ও পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। এর ফলে এলাকার তথা কমিউনিটির দুর্যোগ মোকাবেলা সহজতর হবে। সুতরাং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তপ্রতিটি পদক্ষেপে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় যোগাযোগ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.৪.২ দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলাকে সহযোগিতা করতে পারে:

১. দুর্যোগ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে
২. দুর্যোগ বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক কাজে
৩. দুর্যোগ চলাকালীন কাজে
৪. ক্ষয়ক্ষতির জরিপ কাজে
৫. উদ্ধার কাজে
৬. প্রাথমিক চিকিৎসা কাজে
৭. ত্রাণ বিতরণের কাজে

১০.৪.২ স্কুল ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কমিটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সমূহ

- বিদ্যালয় ভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরি, বাস্তবায়ন এবং মুল্যায়ন ।
- বিদ্যালয় এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সেতু বন্ধন হিসাবে কাজ করবে ।
- ছাত্র/ছাত্রীদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবে ।

স্বাভাবিক সময়েঃ

- ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে ঝুঁকি হ্রাসকরণে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহনের বিষয় সম্পর্কে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগন অবহিত হয় তা নিশ্চিতকরণ এবং স্কুল পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসকরণ উপায়গুলির ব্যাপক প্রচার নিশ্চিতকরণ ।
- দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন এবং সংশ্লিষ্ট সাধারণকে এ পর্যায়ে তাদের জানমাল রক্ষায় করনীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ ।
- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্কুল ভবনের কোন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনসাধারন কোন্ নির্দিষ্ট আশ্রয় স্থলে যাবেন, তা নির্ধারন এবং আশ্রয়কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব প্রদান ।
- জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন/ইউপি/সিপিপি (সাইক্লোন প্রিপিয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম) সহায়তায় সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারন, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা ও অধিক হতাহত চিকিৎসা পরিচালনা বিষয়ে মহড়ায় অংশগ্রহণ ।
- শিক্ষা উপকরণসমূহ রক্ষা, আসবাবপত্র (ফার্নিচার) এবং পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা ।
- প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপালনের জন্য কাউকে নির্দিষ্ট থাকতে হবে ।
- জরুরী অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ অস্থায়ী স্থান নির্ধারন, শিক্ষা উপকরন, খেলাধুলা সরঞ্জাম প্রাপ্তির উৎস নির্ধারন, মনো সামাজিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকা ।
- প্রয়োজনীয় সমন্বয় প্রক্রিয়া নির্ধারন করা ।
- দুর্যোগ হলে প্রয়োজনীয় ক্ষতির পরিমাপ করার জন্য টিম গঠন এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

দুর্যোগকালীন সময়ে ঃ

- বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে স্কুল যদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে স্কুল ফার্নিচার ও শিক্ষা উপকরণ একটি আলাদা কক্ষে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে দুর্যোগ পরবর্তিতে অল্প সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায় ।
- বিদ্যালয় ভবন এবং পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে যেন আশ্রয় শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ঠিকসময়ে বিদ্যালয়ে ফিরতে পারে এবং পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারে ।

দুর্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হলেঃ

- শিশুদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং স্যানিটেশন সুবিধা সহ অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা ।
- শিশুদের জন্য মনোসামাজিক ও সহপাঠক্রমিক বা বিনোদনমূলক কার্যক্রম শুরু করা ।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়েঃ

- অতি দ্রুত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করণ করতে হবে ।
- আহত শিশুদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
- প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, এবং স্যানিটেশন সুবিধা সহ অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা
- শিশুদের জন্য মনোসামাজিক ও সহপাঠক্রমিক বা বিনোদনমূলক কার্যক্রম শুরু করা ।
- জরুরী অবস্থা শেষ হলে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে যাওয়া এবং দুর্যোগ বিষয়ক পরিকল্পনা ছয় মাস পর পর পর্যালোচনা (Review) করতে হবে ।

অধিবেশন ১১ : সমাপ্তি অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১১.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা
১১.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুড মিটার ছক ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	সেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১১.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১১.১ অনুযায়ী)** বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রমগুলো ঠিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ।	১০ মিনিট
১১.২	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১১.২ অনুযায়ী)** প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ভালোমত অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
১১.৩	• এবারে সহায়ক প্রশিক্ষণের অর্জিত শিখন ভবিষ্যতে ব্যবহারের অঙ্গিকারের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের দুই একজন প্রতিনিধিকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অনুরোধ করবেন । • পরিশেষে উদ্দিপনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১১.১

কর্মপরিকল্পনার ছক

ক্রমিক	কার্যক্রম	মেয়াদকাল	দায়িত্ব	প্রয়োজনীয় সহায়তা

সহায়ক তথ্য ১১.২

নিচের ছকের যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন ।

ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো না

<u>সহায়কের জন্য নির্দেশনা</u>

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন ।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ভালোমত অবগত করুন ।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন ।
- পরিষ্কার করে বলুন একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে ✓ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন ।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন ।

তথ্যসূত্র

১. **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল**; অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬

২. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**; প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৪. **দুর্যোগ উত্তর মনো-সামাজিক পরিচর্যা ম্যানুয়াল**; নিরাপদ; সৌহার্দ্য কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ জুলাই ২০০৫

৫. **কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের নেতৃত্বে দুর্যোগের ঝুঁকি- ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; নিরাপদ; শাপলা নীড়, ২০০৯

৬. **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষন-হ্যান্ডআউট**; নিরাপদ; কেয়ার বাংলাদেশ ও ইউএসএআইডি, মার্চ ২০০৭

৭. **সহায়িকাঃ জরুরী অবস্থায় শিশু সুরক্ষা**; সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৮. **সহায়িকাঃ মনোসমাজিক সেবা**; সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৯. **বন্যা প্রস্তুতি সহায়িকা**; একশন এইড বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৭

১০. **সহায়িকাঃ জরুরী কর্মসূচিতে শিশুর অংশগ্রহণ**;সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে আমাদেও করণীয়**; ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর, কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম, ২০০৮

১২. **অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ-প্রশিক্ষন সহায়িকা**; ডিজাস্টার ফোরাম; একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭

১৩. **বাংলাদেশের দুর্যোগ ও গণসচেতনতা**; এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপ্রেয়ার্ডনেস সেন্টার; বাংলাদেশ আরবান ডিজাস্টার মিটিগেশন প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০২

১৪. **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী**; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ুরী ১৯৯৭ (Draft update approved version, 2010)

১৫. **দুর্যোগকোষ**; সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি(সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯

১৬. **সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক**; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, মে, ২০০৭

১৭. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি**; কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ফেব্রুয়ারী ২০১০

১৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১০

১৯. **জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে আপৎকালীন পরিকল্পনা**; পার্টিসিপেটরি একশনস্ টুয়ার্ডস্ রিজিলিয়েন্ট স্কুলস্ এন্ড এডুকেশন সিস্টেমস্ (পারসেস), সেক্রেটারিয়েট, একশন এইড

২০. **"দুর্যোগ-ঝুঁকি ও প্রতিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল**; সেভ দি চিলড্রেন এলায়েন্স,মে,২০০৮

২১. **আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন মডিউল**; ইউএসএইড এবং সেভ দি চিলড্রেন , নভেম্বর ২০০৮

২২. **ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল**; সেভ দি চিলড্রেন

২৩. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; সেভ দি চিলড্রেন**

২৪. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;** ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, জুলাই-২০০৫

২৫. **সন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেইভ দি চিলড্রেনু ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আগষ্ট ২০০৬

২৬. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, নভেম্বর-২০০৫

২৭. **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রনয়ন নির্দেশিকা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৯. **স্টুডেন্ট ব্রিগেইড- ধারনা পত্র ও বাস্তবায়ন নীতিমালা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩০. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩১. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএলসি, স্কুল এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কর্মশালা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩২. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৩. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৪. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৫. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : চূড়ান্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন কর্মশালা-সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৬. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩৭. **জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড;** সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (CDMP).

৩৮. **Preparing Schools For A Safer Tomorrow- A Multi-Hazard Approach Manual on School Safety in Bangladesh**; ADPC, Plan Bangladesh, Islamic Relief Worldwide; European Commission, April 2010

৩৯. **Training Manual On Disaster Risk Reduction**; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009

৪০. **Documentation and Promotion of Transforable Indigenous Knowledge and Coping Strategies for Disaster Risk Reduction**; Care Bangladesh and BDPC, 2009

৪১. **Training Manual-Early Warning: Use and Practices;** UNDP

৪২. **Facilitators guidebook: practicing gender and social inclusion in disaster risk reduction;** CDMP**,** Directorate of relief and rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

- সমাপ্ত -